দ্বন্দ্বতত্ত্ব
(Conflict Theory)

বর্তমানে সমাজতত্ত্বে দুটি চিন্তাধারা প্রধানত লক্ষ্য করা যায়; এক—**ভারসাম্যমূলক** যাকে কাঠামোগত-কার্যমূলক ভাবধারাও বলা যায় এবং দ্বিতীয়—**দ্বন্দ্বমূলক** ভাবধারা, যাকে **র‍্যাডিকেল** বা আমূল পরিবর্তনবাদী চিন্তাধারাও বলা যায়। ভারসাম্যবাদী বা কাঠামোগত দৃষ্টিকোণ বা কাঠামোমূলক কার্যবাদী চিন্তাধারা অনুসারে প্রত্যেক সমাজের নির্মাণ বিভিন্ন তত্ত্বের মাধ্যমে, যাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত স্থায়িত্ব দেখা যায়। সমাজ বিভিন্ন উপাদান দ্বারা সুসংগঠিত ব্যবস্থা মাত্র। সমাজে প্রত্যেক উপাদানের কোন না কোনও কাজ অবশ্যই হয়ে থাকে। অর্থাৎ সামাজিক ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে তার যোগদান অবিস্মরণীয়। প্রত্যেক সমাজ-ব্যবস্থার মূল্যবোধ প্রায় একইরকম হয়ে থাকে। ভারসাম্য তত্ত্বের উল্লেখ আমরা বিভিন্ন ঐতিহাসিক লেখনির মধ্যে বিভিন্ন রূপে পেয়ে থাকি। **প্লেটো, রুশো, কোঁত** এবং **দুর্খাইমের** চিন্তাধারার মধ্যে আমরা ভারসাম্যের ভাবধারা দেখতে পাই। বর্তমান কালে **রিবর্স, র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন, ম্যালিনোস্কি, মর্টন** এবং **পারসন্সের** চিন্তাধারা আমাদের ভারসাম্যবাদী ভাবধারার একটি সুবিন্যস্ত এবং বিকশিত রূপ দেখা দেয়। ভারসাম্যবাদীদের মতানুসারে, দ্বন্দ্ব হল একটি নেতিবাচক শক্তি। তাঁরা এর উপস্থিতিকে সমাজের অগ্রগতির ক্ষেত্রে বাধা বলে মনে করেন। তাঁদের মতানুসারে সমাজ ব্যবস্থায় ভারসাম্যের অন্তর্নিহিত শক্তি থাকে। যার ফলে সংঘর্ষ আপনা হতেই মিটে যায় এবং সমাজে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে।

ভারসাম্যবাদী ও বিপরীত দ্বন্দ্ববাদী বিচারকদের মতে, সংঘর্ষ কোন অস্থায়ী এবং অস্বাভাবিক ঘটনা নয় বরং পূর্ণরূপে স্বাভাবিক ও স্থায়ী সংঘর্ষের জন্য অন্তর্নিহিত কারণ থাকে। প্রত্যেক সমাজে প্রত্যেক বিন্দুতে পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকে এবং সামাজিক পরিবর্তন হল অনিবার্য সত্য। প্রত্যেক সমাজে সর্বকালে আমরা দ্বন্দ্ব দেখতে পাই। সমাজের প্রত্যেক উপাদান সামাজিক ব্যবস্থার ভাঙ্গানে সহযোগিতা করে থাকে, যার ফলস্বরূপ পরিবর্তন আসে। এই সংঘর্ষের অন্যতম কারণ হল মূল্যবোধের অনৈক্য।

প্রসিদ্ধ সমাজবিদ **মার্টিন্ডেল** (Martindale) মানব সমাজে সংঘর্ষ সম্পর্কিত চিন্তাভাবনার একটি ঐতিহাসিক অনুসন্ধানকে তুলে ধরেছেন। ভারতে কৌটিল্য তাঁর 'অর্থশাস্ত্র' নামক গ্রন্থে সামাজিক সংঘর্ষের উল্লেখ খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে করেছিলেন। **পলিবিয়াস** (Polybius) নামক দার্শনিক রাজনৈতিক সংগঠনে প্রাপ্ত সংঘর্ষের উল্লেখ করেছেন। প্রাচীন আরব প্রদেশীয় সাহিত্যেও সংঘর্ষের বর্ণনা পাওয়া যায়। **ইবন্ খালদুন** (Ibn Khaldun) কৃষক সমাজ ও ভবঘুরে জীবন ব্যতীত করতে থাকা আদিবাসীদের মধ্যে পাওয়া গেছে এমন সংঘর্ষের উল্লেখ করেছেন। ইউরোপের প্রখ্যাত বিদ্বান ব্যক্তি **ম্যাকিয়াভেলি** (Machiaville) মধ্যযুগের ইউরোপীয় সমাজের রাজনৈতিক সংঘর্ষের উল্লেখ করেছেন। রাজনৈতিক সংঘর্ষ উল্লেখকারী **হবস, জীন বোডিন, লক, ডেভিড হ্যুম, ফার্গুসন** এবং **মাস্কারের** নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অনেক বিদ্বান ব্যক্তি সমাজের অর্থনৈতিক জীবনে প্রাপ্ত সংঘর্ষের উল্লেখ করেছেন। এই বিজ্ঞবর্গের মধ্যে উল্লেখযোগ্য

Scanned with CamScanner

হলেন অ্যাডাম স্মিথ এবং ম্যালথাস প্রভৃতি। এই সকল বিজ্ঞজনের মত হল এই যে, আদিকাল থেকেই সমাজে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা ও সংঘর্ষ চলে আসছে। ম্যালথাস সংঘর্ষকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে যুক্ত করেন এবং বলেন যে যখন কোনও দেশে জনসংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অধিক হয়ে যায়, তখন অস্তিত্বের জন্য জীবন সংঘর্ষও বেড়ে যায় এবং সংঘর্ষ তথা যুদ্ধ সাধারণ প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়। আধুনিক যুগে কারিগরি উন্নতি অর্থনৈতিক জগতে প্রতিযোগিতা এবং সংঘর্ষের প্রক্রিয়াকে আরও গতিশীল করে।

সমাজতত্ত্বে দ্বন্দ্বের ধারণা : ঐতিহাসিক পৃষ্ঠভূমি
(Concept of Conflict in Sociology Historical Background)

সমাজতত্ত্বে দ্বন্দ্বের ভাবধারার উদয় অপেক্ষাকৃত দেরিতে হয়েছিল। এতে রাজনৈতিক এবং আর্থিক দুই প্রকারেরই সংঘর্ষের তত্ত্বের সংমিশ্রণ দেখতে পাওয়া যায়। শবার্ট নিসওয়াট তাঁর *'The Sociological Tradition, 1976'* এ এমন অনেক ধারণার উল্লেখ করেছেন যার বিকাশ ঘটেছিল ১০০ বছর পূর্বে। তাদের মধ্যে সংঘর্ষের ধারণার কোথাও কোনও উল্লেখ নেই। এর দ্বারা এটাই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সংঘর্ষের ধারণার বিকাশ ঘটে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে। অতএব এর ইতিহাস ২৮-৩০ বছরের বেশি পুরানো নয়। যদিও আমেরিকান সোসিওলজিক্যাল সোসাইটি ১৯৭৬ এবং ১৯৩০ সালের সম্মেলনকে সংঘর্ষের বিষয়কে আলাপ আলোচনার জন্য নির্বাচন করেছিলেন। কুলে, স্মল, পার্ক এবং রসের মতো সমাজবিদগণ আমেরিকাতে সংঘর্ষ সম্বন্ধীয় চিন্তাধারা নিয়ে কিছু সাহিত্যের সৃজন করেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সংঘর্ষের সমাজতত্ত্বজনিত অধ্যয়নকারী রবার্ট পার্কের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি সংঘর্ষকে মানবীয় অন্তঃক্রিয়ার স্বরূপ বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, সংঘর্ষে লিপ্ত গোষ্ঠী-সমূহে সংঘর্ষের ভূমিকা একীকরণ, আধিপত্য এবং প্রাধান্য স্থাপনকারী হয়ে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সমাজতত্ত্বের অধ্যয়নকারী জর্জ লুণ্ডবার্গের প্রয়াস প্রশংসনীয়। তিনি তাঁর পুস্তক *"The Foundation of Sociology, 1939"* তে সংঘর্ষ বা কলহ সম্পর্কে লিখেছেন। এই বিরোধী দলের মধ্যে যোগাযোগ স্থগিতকরণ (Conflict is characterized by a suspension of communication between the opposing parties)।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সমাজবিদ কলহের ক্ষেত্রে নিজের পঠন-পাঠন বজায় রেখেছেন। অ্যাল্টন মেয়ো এবং বুথলিসবর্গর উদ্যোগশীল সমাজে সংঘর্ষের উল্লেখ করেন এবং এটি জানবার চেষ্টা করেন যে উদ্যোগশীল সমাজে কলহকে দূরীকরণের এবং সাম্যতার পরিস্থিতিকে বজায় রাখবার জন্য কিভাবে প্রচেষ্টা চালানো উচিত। ওয়ার্নার ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে সামাজিক সংঘর্ষের সমস্যাকে মানবীয় দৃষ্টিকোণের দ্বারা বিচার করেন। কার্ট লেবিন-ও সংঘর্ষ বা 'কলহ' এই বিষয়ের ওপর কাজ করেন, সংঘর্ষের ক্ষেত্রে কার্ল মার্কস, ম্যাক্স ওয়েবার, ড্যারেনডর্ফ, সী. রাইট, মিলস, হরোবিজ, মার্কিজ, কলিন্স, অ্যান্ড্রে ফ্র্যাঙ্ক, জর্জ সিমেল প্রভৃতি সমাজবিজ্ঞানীদের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।

দ্বন্দ্ববাদী তত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য
[Basic Assumptions (Characteristics) Of Conflict Theory]

দ্বন্দ্ব তত্ত্বের প্রধান প্রধান বিশেষত্বসমূহ নিম্নরূপ :

(১) সামাজিক কাঠামোতে সংঘর্ষের প্রক্রিয়া নিহিত আছে (Conflict is inherent in Social Structure)।

দ্বন্দ্ববাদীদের মতে সকল সমাজে সকল সমাজ সকল সময়ে বিবাদ-বিসম্বাদ পাওয়া যায়। এটি একটি সার্বজনীন প্রক্রিয়া, যার থেকে কোনও সমাজই বাদ পরে না। এরই প্রেক্ষিতে ম্যাকাইভার বলেন যে "সমাজ সহযোগের মাধ্যমে ছিন্নভিন্ন

Scanned with CamScanner

দ্বন্দ্ব" (Society is Co-operation crossed by conflict)। হ্যামিলটনের মতে, স্বর্গের মতো অর্থহীন স্থান ছাড়া সংঘর্ষ সর্বক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। সংঘর্ষ কখনও প্রকট, কখনও প্রচ্ছন্ন, কখনও শান্ত। কখনও হিংসাত্মক বৈপ্লবিক রূপে, কখনও বা উগ্ররূপে চললেও কিন্তু একটি সার্বভৌমিক প্রক্রিয়া বা সার্বজনীন প্রক্রিয়ারূপে সংঘর্ষ স্বাভাবিক রূপে সব সমাজেই পাওয়া যায়। সামাজিক সংঘর্ষ বহুরূপীয় হয়ে থাকে, সংঘর্ষের সার্বভৌমিকতার কারণ হল এই যে, কোন সমাজ অধিক সময় ধরে ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে পারে না। তারা কখনও স্থির থাকতে পারে না। স্থির অবস্থা থেকে যখন পরিবর্তনের দিকে অগ্রসর হয় তখন পরিবর্তনকারী এবং পরিবর্তন বিরোধী শক্তিসমূহের মধ্যে সংঘাতের সৃষ্টি হয় এবং দ্বন্দ্ব জন্মগ্রহণ করে।

(২) **দ্বন্দ্ব ও পরিবর্তনের সহ সম্পর্ক** (There is co-relation of conflict and Change)।

দ্বন্দ্ববাদীরা সমাজকে কার্যবাদীদের মতো স্থির স্থায়ী ব্যবস্থা মনে করেন না। তাঁরা সমাজকে পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়ারূপে দেখে থাকেন। তাঁরা মনে করেন পরিবর্তন একটি শাশ্বত উপাদান এবং যা সকল সমাজেই ঘটে থাকে। এটি একটি সার্বজনীন ও বিশ্বব্যাপী উপাদান, এটি একটি অনিবার্য উপাদান। সামাজিক পরিবর্তনের অর্থ হল সামাজিক আদর্শ ও মূল্যবোধের বিচলিত হয়ে যাওয়া। সমাজে পরিবর্তনের এবং অপরিবর্তনের অবস্থার মধ্যে ভারসাম্য পাওয়া যায়। যখন পরিবর্তন পাওয়া যায়, কিন্তু যখন পরিবর্তন বা অপরিবর্তনের পরিস্থিতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখা কঠিন হয়ে পরে তখনই সংঘাতের সূচনা হয়। সমাজে যখন কিছু মানুষ পরিবর্তন আনতে চান, আর কিছু মানুষ তার বিরোধিতা করেন এবং চলমান পরিস্থিতিকেই বজায় রাখতে চায়, তখনই সংঘাতের সূচনা হয়। এইভাবে দ্বন্দ্ব হল সেই প্রক্রিয়া যার দ্বারা মানুষ সামাজিক পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় বাধা প্রদান করে। এইভাবে সংঘর্ষের সাথে পরিবর্তনের সক্রিয় যোগাযোগ আছে। সংঘর্ষ কখনও কখনও পরিবর্তনের চাবিকাঠি হিসাবে ভূমিকা পালন করেছে।

(৩) **দ্বন্দ্বের সাথে সামাজিক পরিস্থিতির সম্পর্কও সুগভীর** (Conflict is related to Social Satuse)।

দ্বন্দ্ববাদীদের মতে, সমাজে সংঘাতের জন্মপ্রদানকারী সামাজিক পরিস্থিতির গুরুত্ব অপরিসীম। সামাজিক কাঠামোর নির্মাণ সামাজিক পরিস্থিতির মাধ্যমেও হয়ে থাকে। সমাজে সকল পরিস্থিতি একইরকম হয় না, বরং কখনও পরিস্থিতি ভাল থাকে, কখনও মন্দ, কখনও বেশি বা কম গুরুত্বপূর্ণ। সমাজে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় পৌঁছানোর জন্যও সমাজ সংঘর্ষ হয়ে। থাকে উচ্চস্তরে আসীন ব্যক্তি যখন নিম্নস্তরে ব্যক্তিবর্গের ওপর শোষণ চালায়, তাদের ওপর তাদের ক্ষমতার বোঝা চাপিয়ে দেয়। তাদের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে, তখনই সংঘর্ষের সূচনা হয়।

(৪) **দ্বন্দ্বকে সর্বদা দাবিয়ে রাখা যায় না** (Conflict cannot be suppressed forever)।

ড্যারেনডর্ফের মতে, সমাজে দ্বন্দ্বকে কিছুকালের জন্য নিয়ন্ত্রিত করা যেতে পারে, দমন করা যেতে পারে, স্থগিত রাখা যেতে পারে, কিন্তু তাকে চিরকাল বা বহুদিন ধরে দমন করা সম্ভব নয়। যতই প্রশাসনিক শক্তি, সামরিক শক্তি, দমনমূলক নীতি প্রয়োগ করা হোক না কেন, সংঘাতকে কিছু কালের জন্য এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হলেও তাকে সদাসর্বদা বা চিরকালের জন্য সমাপ্ত করা যায় না।

(৫) **দ্বন্দ্ব নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে অস্বীকার করে** (Conflict rejects control)।

দ্বন্দ্ববাদীদের মতে দ্বন্দ্ব বা সংঘাত নিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা করে। সমাজে সুব্যবস্থা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গঠন করা হয়। এই নিয়ন্ত্রণ সামাজিক মূল্যবোধ দ্বারা সঞ্চালিত হয়। এই মূল্যবোধের স্রষ্টারা হলেন সমাজের উচ্চস্তরের শক্তিশালী ব্যক্তিবর্গ। এইভাবে কোনও এক শ্রেণির দ্বারা চাপিয়ে দেওয়া সামাজিক মূল্যবোধ সামাজিক ব্যবহার এবং ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। যখন এই সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটে তখনই শুরু হয় সংঘাতের। এইভাবে সংঘাতই সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী প্রয়াস, এইভাবে এটি স্পষ্ট হয় যে সামাজিক নিয়ন্ত্রণই সামাজিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টিকর্তা।

Scanned with CamScanner

(৬) **সমাজে বৈষম্য বিদ্যমান** (Inequalities are present in society) ।

দ্বন্দ্ববাদীদের মতে, প্রত্যেক সমাজে দ্বন্দ্ব অন্তর্নিহিত ব্যাপার, সমাজের আন্তরিক সংঘাত পাওয়া যায়। সমাজে প্রাপ্ত বৈষম্য, বিভেদনীতি, প্রতিক্রিয়া, বিরোধিতা, প্রতিকূলতা এবং মানুষের রুচি, চিন্তা স্বার্থের মধ্যে প্রাপ্ত বিরোধিতাই সমাজের অভ্যন্তরীণ সংঘাতের কারণ।

(৭) **সামাজিক ভারসাম্যের ধারণা ত্রুটিপূর্ণ** (The concept of equilibrium is wrong) ।

ভারসাম্যবাদী এবং কার্যবাদীদের মতানুসারে, সমাজে পরিবর্তনকারী ও অপরিবর্তনকারী শক্তিদের মধ্যে সর্বদা ভারসাম্য বজায় থাকে। সমাজ পরিবর্তিত হতে থাকে, তবুও সমাজে ভারসাম্য বজায় থাকে, তাঁরা একে "গতিশীল ভারসাম্য" (moving equilibrium) বলে ঘোষণা করেছেন। যেমন—সাইকেল চলন্ত অবস্থাতেও নিজের ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে। দ্বন্দ্ববাদীরা পরিবর্তনের এই প্রকার ধারণাকে অস্বীকার করেন। তাঁরা বলেন যে সমাজে কখনই ভারসাম্য পাওয়া যায় না বরং সর্বদাই সংঘাত পাওয়া যায়। পরিবর্তনকারী শক্তিসমূহ এতটাই শক্তিশালী হয় যে, সমাজকে ভারসাম্যহীন করে তোলে। এই কারণেই মানবসমাজে সংঘাত, প্রতিক্রিয়া এবং প্রতিশোধ প্রক্রিয়া সর্বদাই দেখতে পাই। এতএব ভারসাম্য নয়, সংঘর্ষ বা সংঘাত-ই সমাজের বাস্তব রূপকে বুঝতে সাহায্য করে।

কার্যবাদী **পারসন্স** বলেছেন যে, আধুনিক সমাজ সম্পূর্ণরূপে সুশৃঙ্খলিত এবং এতে সর্বসম্মতি পাওয়া যায়। পারসন্সের এই চিন্তা এক প্রকারের **ফ্যান্টারি** সমাজের কল্পনা।

লকউড বলেন যে, আধুনিক সমাজে সর্বসম্মতির কথা তো দূর অস্ত, এখানে প্রতিদিন হিংসা, সংঘর্ষ, চাপ, মারপিট প্রভৃতি দেখা যায়। তিনি বলেন যে, সমাজে ব্যক্তি এবং সংস্থার বা গোষ্ঠীর ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থ আছে এবং তাকে বাস্তবরূপ দেওয়ার উপায় বেশ কম। সকলেই তার সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পেতে চায়। ফলস্বরূপ সমাজে সংঘাতের সূচনা হয়।

ড্যারেনডর্ফও কার্যবাদের বিরোধিতা করে বলেছেন যে, মার্টনের কার্যবাদী তত্ত্ব বা পারখন্দের কার্যবাদী তত্ত্ব কোনভাবেই ইউটোপিয়া (কাল্পনিক সমাজ) থেকে কোনও অংশে কম নয়।

(৮) দ্বন্দ্ব তত্ত্বের প্রণেতারা এটা মনে করেন যে, যে কোন সংঘাতের পেছনে আরও অধিকোত্তম শক্তি প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা থাকে। সব ব্যক্তিই সমগ্র শক্তিতে সর্বাধিক অংশীদারি হয়, অতএব সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

সামাজিক দ্বন্দ্বের তত্ত্ব (Theories of Social Change)

সামাজিক সংঘাত সম্পর্কে **সিমেল, কোজার, মার্কস, ড্যারেনডর্ফ, সী.রাইট মিলস, মাস্কা, হোরোবিজ** প্রকৃতি অনেক বিদ্বানী তাদের তত্ত্ব প্রতিস্থাপিত করেছেন ; এদের মধ্যে থেকেই কিছু গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বের উল্লেখ করা হল—

সিমেল-এর দ্বন্দ্ব তত্ত্ব
(Conflict Theory of George Simmel)

জার্মান সমাজবিদ **জর্জ সিমেল** তাঁর পুস্তক *'Conflict'*-এ দ্বন্দ্ব সম্পর্কিত নিজের গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিয়ে গেছেন। সিমেল বলেন যে, মানব জীবনের 'দ্বৈততা' (Dualism) আবশ্যকরূপে পাওয়া যায়। তিনি মানব জীবনকে বেশকিছু পরস্পর বিরোধী উপাদান সমূহের সংমিশ্রণ বলে মনে করেন যার মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং সহযোগিতা, সাম্যতা ও বৈষম্য, স্থায়িত্ব ও পরিবর্তনের উপাদান পাওয়া যায়। এইপ্রকার দ্বৈত সমাবেশকে স্বীকার করতে গিয়ে সিমেল বলেছেন যে, সহানুভূতিশীলতা ও শত্রুতা (বিরোধ—Hostility) মানবীয় সম্পর্কের মূল্যবোধের মধ্যে পাওয়া যায়। এই দুটির প্রয়োজনীয়তা মানবজীবনের ক্ষেত্রে জন্মগত।

Scanned with CamScanner

সিমেলের মতানুসারে মানুষের মধ্যে হিংসাবৃত্তি বা আক্রমণাত্মক প্রবৃত্তি জন্মগত। তিনি বলেন গোষ্ঠীর মধ্যে প্রাপ্ত তীব্র দ্বন্দ্ব প্রায়শই ছোট ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে। এইভাবে ব্যক্তি বা সমষ্টি দ্বন্দ্বের জন্য কোনও না কোন সুযোগ খোঁজে কিংবা এমন কোন শত্রুকে খুঁজে বের করে, যার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া যায়। তাদের মধ্যে স্বাভাবিক সামাজিক পরিস্থিতিতে সহানুভূতির চেয়ে বিরোধিতাই সুগম ভাবে ঘটে থাকে। আদিম সমাজে সাধারণত শত্রুর সম্পর্কই বেশি পাওয়া যায় এবং প্রতিরোধের জন্যই প্রতিরোধ করা হত। সিমেলের মতানুসারে, সকল প্রকার সংঘর্ষের ব্যাখ্যা কেবল মানুষের আক্রমণাত্মক এবং হিংসাত্মক উৎসের ভিত্তিতে করা যায় না। বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে তো এর ভূমিকা ছিল নগণ্য। দ্বন্দ্ব সাধারণত স্বার্থসমূহের বাস্তবিক এবং গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যের জন্য উৎপন্ন হয়। দ্বন্দ্বের জন্যই একটি গোষ্ঠী একটি দলে পরিণত হয়, দ্বন্দ্ব গোষ্ঠীর সীমা নির্দেশ করে এই পরিস্থিতিই সামাজিক ব্যবস্থার নির্মাণ করে, মূল্যবোধের নিশ্চিত স্বরূপ প্রদান করে ব্যক্তিজীবনকে একটি অবিরাম গতি প্রদান করে এবং সুসংগঠিত গোষ্ঠীর অর্থপূর্ণ অস্তিত্ব প্রদান করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সাধারণত এটা বলা হয়ে থাকে যে, গোষ্ঠীর অভ্যন্তরে যে সহযোগিতা পাওয়া যায়, তা তাদের মধ্যে প্রাপ্ত সংঘাতের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। কিন্তু সহযোগিতা এবং সংঘাতের যে বিবিধ মিশ্রণ পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে এই সারাংশ পাওয়া যায় যে, বাইরে থেকে বিদ্রোহের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ শান্তি যে কোন উপায়ে প্রাপ্ত করা উচিত। অন্যভাবে, সিমেল মনে করতেন যে, সংঘাত সবসময়ই লাভদায়ক হয়ে থাকে এবং সকল প্রকার সংঘর্ষের এইটাই একমাত্র কাজ। তিনি এটা বলেননি যে, সংঘাতমুক্ত সমাজের কল্পনাই করা যায় না। একটি ঘনিষ্ঠ ও বৃহৎরূপে মানবীয় অন্তঃস্ক্রিয়ার মধ্যে সর্বদাই সহানুভূতি ও সংমিশ্রণ পাওয়া যায়। বিশুদ্ধ ভালবাসা ততটাই দুর্লভ যতটা বিশুদ্ধ ঘৃণা। একটি সুসংগঠিত গোষ্ঠীর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার প্রয়াস করলে দেখা যায় যে, সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সংঘাত সমাজ দ্বারা নির্দেশিত সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রাপ্ত করবার প্রতিক্রিয়ায় দেখা যায়, যাকে উভয় পক্ষই স্বীকার করে। এই প্রকারের সংঘাতে গোষ্ঠীর মধ্যে দৃঢ়তার সঞ্চার হয় এবং সমগ্রের বা গোষ্ঠীর সাধারণ মূল্যবোধের শক্তি বৃদ্ধি হয়। সবচেয়ে বেশি বিনাশকারী এবং তীব্র দ্বন্দ্ব সেই সকল পক্ষে হয় যারা প্রথম থেকেই গোষ্ঠীর সাক্ষ্য এবং সুদৃঢ়তার সূত্রে বাধা আছে। তখন উভয় পক্ষই ব্যক্তিগত স্বার্থ নয় বৃহৎ সম্পর্ক ব্যবস্থার প্রাপ্ত করবার জন্য সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, যাকে পাওয়ার জন্য অন্যপক্ষ ফাঁকি দিয়েছে।

সিমেল বাহ্যিক কাঠামোর, গোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ কাঠামোর ওপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানগুলিও উল্লেখ করেন। সুসংগঠিত সমগ্রকে বা গোষ্ঠীকে নিজ কাঠামোকে দৃঢ় করবার এবং নিজের উপায় সংগ্রহ করবার জন্য বাধ্য করে। এমন পরিস্থিতিতে গোষ্ঠীর মধ্যে আন্তরিক অন্তঃক্রিয়া তীব্র হয়ে যায়, শৃঙ্খলা দৃঢ় হয়ে যায় এবং বিচলিত ব্যবহারের প্রতি সহনশীলতার মধ্যে অভাব পাওয়া যায়। কখনও কখনও উপায় সংগ্রহের এই চেষ্টা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার সামনে এনে দাঁড় করায়। অবদমিত বিরোধিতা প্রকট হয়ে ওঠে এবং যা গোষ্ঠীকে ধ্বংস করবার চেষ্টা করে। এই সময় গোষ্ঠী আকার বা ক্ষেত্রকে ছোট করে ও এক শক্তিকে উদ্দীপিত করার চেষ্টা করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে অতীতের শত্রুর সাথেও জোট গঠন করে নেওয়া হয়। কারণ, তার উদ্দেশ্য তৎকালীন সর্বসাধারণের শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। এই প্রকারের অস্থায়ী জোট কখনও কখনও স্থায়ীরূপ নিয়ে নেয় এবং নতুন প্রকারের সংগঠনের জন্ম দিয়ে থাকে। সিমেলের মতে, সংঘাত ও গোষ্ঠীর জোট বাঁধন একটি পর্যায়ক্রমিক ঘটনা—কারণ, প্রায় সকল বৃহৎ সংগঠন সংঘাতের থেকেই বিকশিত হয়েছে এবং প্রত্যেক প্রকারের পরিবর্তনই অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক সংঘর্ষের পরিণামস্বরূপই হয়ে থাকে।

সিমেল বলেন যে, যে কোনও চলতি প্রতিষ্ঠানে সংঘাতকে দুটি ভিন্ন স্বরূপে দেখা যেতে পারে। প্রথমত, অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলাকে স্বীকার করবার জন্য সদস্যদের মধ্যে তৎপরতা পাওয়া যায়। সেখানে বাহ্যিক প্রভাব অনুসারে পরিবর্তনশীলতা পাওয়া যায়। সাধারণত, শত্রুর উপস্থিতি অভ্যন্তরীণ সত্তায় বৃদ্ধি করে। এই অভ্যন্তরীণ সত্তা হয় শত্রুর হারের পর কমে যাবে, নতুবা স্বয়ং ওই সংগঠনের হারের পর নিষ্ক্রমণ হয়ে পরবে। কারণ, তখন সদস্যের ওপর তার প্রভুত্ব কমে যাবে।

Scanned with CamScanner

সিমেল সংঘাতের পর সমন্বয় এবং বিতরণের উপায় নিয়েও চিন্তাভাবনা করেছেন। অন্যভাবে, সংঘাত হল এমন একটি আবশ্যক যন্ত্র যার মাধ্যমে দুটি সংগঠনের সাপেক্ষিক দৃঢ়তাকে জানতে পারা যায় এবং তার মধ্যে দুর্লভ উপায়ও নির্ধারণ করা হয়। সংঘাতের এই কার্যের জন্য অনেক সংস্থায় নতুন নতুন প্রতিবাদী সমূহকে খাড়া করবার প্রবৃত্তি দেখা যায়। সংঘাত শত্রুসমূহকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে এবং যখন বাস্তবিক শত্রু থাকে না তখন কাল্পনিক শত্রু গঠন করবার প্রেরণা দেয়।

সিমেল দ্বন্দ্ব সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি (Propositions) উল্লেখ করেছেন।

(১) দ্বন্দ্বসমূহ নিষ্ঠা বজায় রাখার দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

(২) দ্বন্দ্বসমূহের বা সংঘের সংরক্ষণ বা সেটি বান্ধের কাজ করে, অর্থাৎ দ্বন্দ্ব শত্রুতাপূর্ণ উদ্বেগকে ব্যক্ত করবার সুযোগ প্রদান করে। যদি এইরকম না হয়, তবে সংঘাত প্রতিরোধের সম্পর্ককে ছিন্নভিন্ন করে দেবে।

(৩) সিমেল সংঘাতের দুটি রূপ বলেছেন—বাস্তবিক এবং অবাস্তবিক। যখন সংঘাত একটি উপায়রূপে কাজ করে, তখন তাকে বাস্তবিক দ্বন্দ্ব বলে, যখন সংঘাত স্বয়ং একটি উদ্দেশ্য রূপে দৃষ্ট হয় তখন তাকে অবাস্তবিক দ্বন্দ্ব বলা হয়।

(৪) সিমেল মতানুসারে সংঘাত এবং শত্রুতাপূর্ণ প্রবৃত্তির মধ্যে সম্পর্ক পাওয়া যায়।

(৫) সিমেলের মতানুসারে, ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্যে অধিক সংঘাত পাওয়া যায়।

(৬) সিমেল অনুসারে, সম্পর্ক যতই ঘনিষ্ট হবে, দ্বন্দ্ব ততই তীব্র হবে।

(৭) বিরোধ ও দ্বন্দ্ব সব গোষ্ঠীতেই পাওয়া যায়।

(৮) সংঘাত সম্পর্কের স্থায়িত্বেরও সূচক।

(৯) অন্য গোষ্ঠীর সাথে সংঘাত হওয়ার জন্য সংঘাত চলাকালীন গোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ ঐক্য বৃদ্ধি পায়।

(১০) দ্বন্দ্ব নতুন নিয়ম, সংস্থা এবং মানদণ্ডের স্থাপনে সহায়ক। এর মাধ্যমে পুরানো মানদণ্ড পুনর্জীবন লাভ করে এবং নতুন মানদণ্ডের স্থাপন করা হয়।

(১১) দ্বন্দ্বের দ্বারা শক্তির ভারসাম্যও রক্ষা করা যায়।

(১২) দ্বন্দ্ব সমাজ বা গোষ্ঠীর পরিধি তথা পরিচয় নির্ধারণ করে।

কোজার-এর সামাজিক দ্বন্দ্বের তত্ত্ব
(Coser's Theory of Social Conflict)

দ্বন্দ্ব সম্পর্কে কোজারের চিন্তাভাবনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোজার তার দ্বন্দ্বের ধারণাকে বিকশিত করবার জন্য সিমেলের তাত্ত্বিক প্রতিদানকেই উৎস মনে করা হয়। কোজার তাঁর পুস্তক *'The Functions of Social Conflict'*-এ সিমেল এই সকল প্রতিপাদ্যের সমীক্ষা প্রস্তুত করেছেন যাতে সামাজিক সংঘাতের কার্যের ওপর জোড় দেওয়া হয়েছিল।

কোজার দুই প্রকারের সামাজিক সংঘাতের কথা উল্লেখ করেছেন—বাস্তবিক সংঘাত (Realistic conflict) বা অবাস্তবিক সংঘাত (Non-realistic conflict)

বাস্তবিক দ্বন্দ্ব (Realistic Conflict)—যখন কোনও সমাজ তার সদস্যগণের চাহিদা এবং মূল আবশ্যকতা পূর্ণ হয় না, তখন সদস্যদের মধ্যে নৈরাশ্য, হতাশা এবং দ্বন্দ্বের মনোভাব তৈরি হয়। যদি কোন ব্যক্তি কোনও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

Scanned with CamScanner

প্রাপ্তির পথে সামাজিক মূল্যবোধ, প্রতিমান, সংস্থা এবং সমিতি বাধা প্রদান করে, তখনও সমাজে বিরোধ, সংঘাত ও চাপের পরিস্থিতি উৎপন্ন হয়ে যায়। বাস্তবে সংঘাত বিশেষ লক্ষ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে একটি উপায়। উদাহরণস্বরূপ, নির্বাচনের সময় এক দলের সদস্য অন্য দলের ভোটদাতাদের প্রহার করে তাড়িয়ে দেওয়া বা গুণ্ডাদের দ্বারা তাদের সাথে দুর্ব্যবহার বাস্তবিক দ্বন্দ্বের উদাহরণ। ব্যক্তির মধ্যে এই প্রকার দ্বন্দ্ব উৎপন্ন হওয়া স্বাভাবিক এবং বাস্তবিক, এইজন্য কোজার বাস্তবিক দ্বন্দ্ব নামে ডেকে থাকেন।

অবাস্তবিক দ্বন্দ্ব (Non-realistic Conflict)—যখন সমাজের এক গোষ্ঠীর সদস্য তার নিজের প্রয়োজনীয়তা পূরণের পথে কোনও বাধাপ্রাপ্ত হলে, তখনই ওই গোষ্ঠীর সদস্য ও বাকি সমাজের মধ্যে চাপের সৃষ্টি হয়; একে কোজার অবাস্তবিক দ্বন্দ্ব বলে থাকেন। অবাস্তবিক দ্বন্দ্ব অযৌক্তিক হয়ে থাকে এবং প্রায় আক্রমণাত্মক মনোবৈজ্ঞানিক বাধা এবং অভিব্যক্তির মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এটি ব্যক্তির কুৎসিত মনোবৃত্তির সূচক। বদলা নেবার মানসিকতায় খুন খুনখারাপি, বলাৎকার এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অবাস্তবিক সংঘাতের উদাহরণ বাস্তবিক এবং অবাস্তবিক সংঘাতকে কোজার দুটি ধ্রুবক রূপে রেখেছেন, এর মধ্যে বেশকিছু মিশ্রিত রূপ পাওয়া গেছে।

পার্থক্য :

বাস্তবিক ও অবাস্তবিক দ্বন্দ্বের মধ্যে কোজার পার্থক্য নিরূপণ করেছেন—

(১) বাস্তবিক দ্বন্দ্ব স্থায়ী হয়, কিন্তু অবাস্তবিক দ্বন্দ্ব অপেক্ষাকৃত অস্থায়ী হয়ে থাকে।

(২) বাস্তবিক দ্বন্দ্ব উৎপন্ন হয় তখনই যখন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তার লক্ষ্য প্রাপ্তিতে অসফল হয় এবং তাকে নৈরাশ্যের মুখোমুখি হতে হয়। কিন্তু অবাস্তবিক দ্বন্দ্বে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর চিন্তাধারা বা কার্য প্রণালীতে মতানৈক্যের দরুন উৎপন্ন হয়। কোনও নিশ্চিত লক্ষ্যের প্রাপ্তির জন্য নয়।

(৩) বাস্তবিক দ্বন্দ্ব দুটি বিরোধী পক্ষের মধ্যে সরাসরি হয়ে থাকে। অবাস্তবিক দ্বন্দ্বে সরাসরি দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়ার বদলে সংঘাত সমাপ্ত করবার বিকল্প খোঁজা হয়।

(৪) বাস্তবিক দ্বন্দ্বে নিজ উদ্দেশ্য প্রাপ্তির জন্য ব্যক্তির কাজে বিকল্প থাকে, যাকে কোজার কার্যমূলক বিকল্প বলেছেন। এক্ষেত্রে উপায়ের থেকে উদ্দেশ্য প্রাপ্তির ওপর অধিক জোড় দেওয়া হয়। অবাস্তবিক দ্বন্দ্বের কোনও নির্দিষ্ট রূপ হয় না, এটি প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ দুটি রূপেই প্রকাশিত হয়।

(৫) বাস্তবিক দ্বন্দ্বের সম্পর্ক সমাজের মূল্যবোধ এবং আবশ্যক বস্তুদের বিবরণ ব্যবস্থা। যখন সামাজিক মূল্যবোধ ও আবশ্যক দ্রব্য বণ্টনের মধ্যে বিরোধ দেখা যায় তখনই দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। অবাস্তবিক দ্বন্দ্বে সমাজের একটি অঙ্গকে কোনও বস্তু দ্বারা বঞ্চিত করা হয়, তখন অপ্রত্যক্ষরূপে সংঘাত সূচিত হয়। কোজার সিমেলের সংঘাত সম্পর্কিত প্রতিপাদনের সংশোধন ঘটিয়ে নতুন প্রতিপাদ্যের উল্লেখ করেছেন। কোজার দ্বন্দ্বের আরেক প্রকারের শ্রেণিবিভাগ করেছেন—**বাহ্যিক দ্বন্দ্ব** (External conflict) এবং **অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব** (Internal conflict) এই দুভাগে। বাহ্যিক দ্বন্দ্ব হল দুটি গোষ্ঠী বা দুটি পৃথক সংঘের মধ্যে সংঘাত। উদাহরণস্বরূপ, ভারতে পাকিস্তান দ্বারাই কারগিল যুদ্ধে অবতরণ হতে বাধ্য করা হয়েছিল। বাহ্যিক দ্বন্দ্ব একতা, চেতনা এবং সুদৃঢ়তা প্রদান করে।

যখন কোনও গোষ্ঠীর সদস্য, গোষ্ঠীর মূল্যবোধ, মানদণ্ড অবহেলা করে, বিচলিত হয়ে পরে তখন গোষ্ঠী সেই ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়, গোষ্ঠী থেকে বিস্তাড়িত করে। উদাহরণস্বরূপ, গোষ্ঠী বা সংগঠনের সদস্যের দ্বারাই গোষ্ঠী নিয়মকে লঙ্ঘন করলে তখন তাকে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব বলে। গোষ্ঠী এমন ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তির নাওয়া-খাওয়া বন্ধ করে দেয়, তাকে শাস্তিবাবদ জরিমানা দিতে বাধ্য করা হয়। কোজারের মতানুসারে, অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ গোষ্ঠীকে জীবিত রাখার শক্তি প্রদান করে, এটি গোষ্ঠীকে সমগ্রতা ও স্থায়িত্ব প্রদান করে। সিমেলের মতো কোজারও অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষকে একটি সেফটি-ভাল্ব বলে মনে করেন, যা সদস্যকে শাস্তি দিয়ে সামাজিক ব্যবস্থাকে বজায় রাখবার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান

Scanned with CamScanner

রাখে। কোজার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে গোষ্ঠীর সংহতি (Solidarity)-র জন্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। তাঁর মতে, সংহতি যতবেশি অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব হবে সমগ্র গোষ্ঠীতে ততোধিক সংহতি এবং সামঞ্জস্যতা (Homogeneity) বৃদ্ধি পাবে।

কোজার দ্বন্দ্বের বহু সামাজিক প্রক্রিয়ারও উল্লেখ করেছেন। কোজারের মতে :

(১) সংঘর্ষের অভাব গোষ্ঠীর সম্পর্কের মধ্যে দৃঢ়তা ও স্থায়ীত্বের সূচক নয়। ধ্বংসাত্মক ব্যবহার-ই স্থায়ী সম্পর্কের সূচক হতে পারে।

(২) নৈকট্যের জন্য প্রায়ই দ্বন্দ্ব থেকে বহু সুযোগ জন্ম নেয়। কিন্তু যদি সম্পর্কের স্থাপনকারী পক্ষ দুটি বুঝতে পারেন যে দ্বন্দ্ব তাদের সম্পর্কের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করছে, তখন তারা বিরোধ দুর করবার চেষ্টা করবেন। কারণ, সম্পর্ক ছিন্ন হলে দায় তাদের ওপরই বর্তাবে।

(৩) যখন নিকট সম্পর্কে বার বার সংঘাতের সূচনা হয়, তখন আমাদের এটি বুঝে নিতে হবে যে, এই প্রকারের দ্বন্দ্ব গোষ্ঠীর মধ্যে স্থায়িত্ব উৎপন্ন করে।

(৪) সম্পর্কে, যেখানে মানুষ আংশিকরূপে অংশগ্রহণ করে, সেখানে দ্বন্দ্বের তীব্রতা কম হয়ে থাকে, সেখানে সংঘাতের উপস্থিতি ভারসাম্য বজায় রাখবার মাপকাঠিরূপে পরিগণিত হয়।

(৫) দ্বন্দ্ব গোষ্ঠীর সীমা নির্ধারণ করে, এবং এও স্পষ্ট করে কে কোন্ পক্ষে রয়েছে।

(৬) এটি গোষ্ঠীর মধ্যে একতাবোধের সঞ্চার করে। কারণ, একই গোষ্ঠীর সকল সদস্য পারস্পরিক মতবিভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধভাবে বাহ্যিক গোষ্ঠীর সাথে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়। যেমন—ভারত-পাক যুদ্ধে বা ভারত-চীন যুদ্ধের সময় ভারতীয়গণ ক্ষেত্রীয়, জাতীয়, ভাষাগত এবং ধার্মিক মতানৈক্য ভুলে শত্রুরাষ্ট্রের প্রতি ঐক্যবদ্ধভাবে বিরোধিতায় এগিয়ে আসে। সংঘাত হল এমন একটি পন্থা যাকে দেশের সরকারগণ দেশে একতা স্থাপন করবার জন্য ব্যবহার করে থাকে। যেমন—পাকিস্তান প্রায়শই ভারতের সাথে যুদ্ধের ভয় সৃষ্টি করে মূল সমস্যা থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেয় এবং তাদের মধ্যে একতা রক্ষার চেষ্টা করে।

(৭) দ্বন্দ্বে গোষ্ঠীর মধ্যে নেতৃত্ব, একতা এবং সংগঠন প্রস্তুত করে। দ্বন্দ্বে অন্য গোষ্ঠীর মধ্যেও একতা বৃদ্ধি পায় কারণ গোষ্ঠীর বার্তা এবং বোঝাপড়ার জন্য এরকম সর্বসম্মত নেতার প্রয়োজন। যিনি বিরোধী পক্ষের সাথে নিজপক্ষের হয়ে বোঝাপড়া ও বার্তা প্রেরণ করেন। এইজন্য সামরিক আধিকারীকে সুসংগঠিত সেনার সাথে লড়তে অধিক পছন্দ করেন। কারণ কমান্ডার দ্বারা আত্মসমর্পণের অর্থ সম্পূর্ণ দলের আত্মসমর্পণ, অন্যদিকে অব্যবস্থা সৈনিক দ্বারা আত্মসমর্পণকে যেখানে শৃঙ্খলার অনুপস্থিতি থাকে, গুরুত্বহীন বলে মনে করা হয়।

(৮) কোজার বলেন যে, কোন সমাজে দ্বন্দ্ব দ্বারা সেই গোষ্ঠী বা সমাজের অসহযোগী উপাদান শান্ত হয়ে যায় এবং পুনরায় একতা স্থাপিত হয়। এতে চাপ দূরীভূত হয় এবং সংঘের বিনষ্টিকরণের সম্ভাবনাও শেষ হয়ে যায়।

(৯) দ্বন্দ্বে সংঘের ওলটপালট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না, অন্যদিকে এর উল্টোদিকে সমাজ নতুনত্ব ও সৃজনশীলতা বজায় থাকে।

(১০) কোজার বলেন, কোনও সমাজে দ্বন্দ্বের আধিক্য, তারজন্য ঘাতক প্রমাণিত হবে না বরং দ্বন্দ্ব সীমিত হয়ে পরে কারণ, দ্বন্দ্বে দুটি গোষ্ঠী মিলিতভাবে তৃতীয় গোষ্ঠীর সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়।

আলোচনা :

গোল্ড থর্প কোজারের সংঘর্ষ তত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, কোজার সংঘর্ষের কার্যের অতিশয়োক্তিপূর্ণ ব্যবস্থা করেছেন। এটি ঠিক যে, সংঘর্ষ দ্বারা সমাজ একতার সৃষ্টি হয়। কিন্তু এতে সামাজিক একতা বিশাদেও পরে

Scanned with CamScanner

থাকে। উদাহরণস্বরূপ দুই বিশ্বযুদ্ধে জার্মানে গোষ্ঠী উৎপন্ন হয়েছিল, কিন্তু যুদ্ধের জন্য ইউরোপ ও অন্য দেশের মানুষ ও সম্পত্তি হানিকে, অত্যাচার ও উৎপীড়নকে—উচিত কখনই বলা যায় না। এটা সত্যি যে, সংঘাতের থেকে গোষ্ঠীর মধ্যে একতা বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। কিন্তু সেও তো অন্য গোষ্ঠীর একতার মূল্যে। কোজার দ্বন্দ্বের দুটি রূপ দেখিয়েছেন, কিন্তু একে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন নি। গোল্ড থর্প বলেন যে, যদি সংঘর্ষ পরিবারের চিন্তা-ভাবনার মতানৈক্য পর্যন্ত সীমিত থাকলে ঠিক আছে, কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের মতো বীভৎস পরিস্থিতিতে একে কার্যমূলক নয় বরং অকার্যমূলকই বলা যায়।

ড্যারেনডর্ফের তত্ত্ব
(Theory of Dahrendorf)

বর্তমান সময়ে সামাজিক দ্বন্দ্বের ধারণাকে বিকশিত করবার জন্য কৃতিত্ব জার্মান সমাজবিদ র‍্যাল্ফ ড্যারেনডর্ফ-এর ওপরই বর্তায় তিনি তাঁর পুস্তক 'উদ্যোগমূলক সমাজে শ্রেণি এবং দ্বন্দ্ব (Class and Class Society in Industrial Conflct, 1959)-এর দ্বিতীয় খণ্ডে উদ্যোগমূলক সমাজ সংঘর্ষের একটি সমাজবিদ্যার তত্ত্ব প্রতিপাদিত করেন। ড্যারেনডর্ফ দ্বন্দ্ব তত্ত্বকে ইউরোপ এবং আমেরিকার উদ্যোগমূলক সমাজের গোষ্ঠীতে প্রস্তুত করেছেন। মার্কসের লেখনের সময় ইউরোপে পুঁজিবাদের উন্মেষ হয়, সে তখন তার প্রারম্ভিক অবস্থায় ছিল। এই সময় মিল মালিকরাই ছিলেন পুঁজিপতি। ড্যারেনডর্ফ যে উদ্যোগমূলক পুঁজিবাদের চর্চা করতেন তা ছিল কর্পোরেট ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। এখন নিজ প্রভুত্বের স্থানে শেয়ারহোল্ডার (অংশীদার) এবং সংযুক্ত গোষ্ঠী চলে আসে।

ড্যারেনডর্ফ সামাজিক দ্বন্দ্বের দুটি বিশেষত্ব উল্লেখ করেছেন, সেগুলি যথাক্রমে— **তীব্রতা** (Intensity) এবং হিংসা (Violence)। তীব্রতার তাৎপর্য হল বিরোধী দলের শক্তির প্রয়োগ সীমা বা তার সংলগ্নতার সীমা কি? হিংসা, দ্বন্দ্বেরই অভিব্যক্তি, এর কারণ নয়। হিংসার সেই সকল উপায়ের গুরুত্ব থাকে, যাদের হিংসার জন্য প্রয়োগ করা হয়। সামাজিক দ্বন্দ্বের এই দুই বিশেষত্ব স্বাধীন উপাদান এবং যে কোন সংঘাতমূলক পরিস্থিতিতে এদের পৃথক পৃথক ভাবে দেখা যায়। ড্যারেনডর্ফ তাঁব পরবর্তী লেখার মাধ্যমে সংঘাতের রূপকে আরও স্পষ্ট করে প্রস্তুত করেন এবং এর কিছু সংশোধনও করেছেন। তাঁর ভাবনা ছিল, "সমস্ত সমাজ জীবনই এক দ্বন্দ্ব কারণ এটি পরিবর্তনশীল।"

ড্যারেনডর্ফের দ্বন্দ্ব তত্ত্ব প্রধানত শক্তি ও ক্ষমতার সম্পর্কের ওপর লিপিবদ্ধ। তাঁর মতে শক্তি ও ক্ষমতার কাঠামো, যা প্রত্যেক সামাজিক সংগঠনেরই অভিন্ন অঙ্গ, সমাজে স্বার্থগোষ্ঠীর জন্ম দেয়, এবং সংঘাতের সম্ভাবনার সঞ্চার করে।

সামাজিক কাঠামোতে পরিবর্তন দুটি শ্রেণিতে সংঘাতের কারণে উৎপন্ন হয়। ড্যারেনডর্ফের মতানুসারে, শ্রেণি-দ্বন্দ্বের বিভিন্ন রূপ অনুসারে বিভিন্ন প্রকারের কাঠামোমূলক পরিবর্তন ঘটে। শ্রেণি-দ্বন্দ্ব যতই তীব্র হয়, পরিবর্তন ততটাই আমূল হয়ে থাকে (The more intense class conflict is, more radical are the change likely to be which it brings about)। শ্রেণি-দ্বন্দ্ব হল হিংসাত্মক, পরিবর্তন ততটাই আকস্মিক হবে।

ড্যারেনডর্ফ বলেন, শক্তি ও ক্ষমতা দুই প্রকারের শ্রেণির জন্ম দেয়। এক প্রকারের শ্রেণি যাকে তিনি **আজ্ঞাকারী গোষ্ঠী** (Super-ordinate group) বলেন এবং দ্বিতীয় শোষিত শ্রেণি থাকে তিনি **অধীনস্ত গোষ্ঠী** (Subordinate group) বলে থাকেন। ক্ষমতাধারী গোষ্ঠী সমাজে অবস্থাকে বজায় রাখবার চেষ্টা করা হয়। শোষিত গোষ্ঠী সর্বদাই শক্তি ও ক্ষমতার নতুন এবং সমবণ্টনের জন্য চেষ্টা করতে থাকে। ধীরে ধীরে সমাজের সকল ব্যক্তি স্বার্থানুযায়ী এই দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়। দুটি গোষ্ঠী তাদের নিজেদের স্বার্থের জন্য পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। এই দ্বন্দ্বের ফলস্বরূপ সমাজে শক্তি ও ক্ষমতার পুনর্বণ্টন হয়। নতুন মানুষ শাসক পদে আসীন হন, এর সাথে সাথেই পরিবর্তনের শৃঙ্খলা আরম্ভ হয়ে থাকে। এভাবেই পরিবর্তনের শৃঙ্খলা শুরু হয়। এইপ্রকার সমাজে সংঘর্ষ অনিবার্যরূপে পরিবর্তনকে জন্ম দেয়।

Scanned with CamScanner

একে আরও স্পষ্ট করতে গিয়ে ড্যারেনডর্ফ বলেছেন, সমাজে সত্তা বা ক্ষমতা আজ্ঞাকারী (Super-ordinate) এবং অধীনস্থ (Subordinate) এই দুই শ্রেণির জন্ম দেয়। ক্ষমতা, অধিকার ও কর্তব্যকে পরিভাষা প্রদান করে, অভিমত প্রস্তুত করে, নিয়ম পালন করে। যেখানেই ক্ষমতা সম্পর্ক আছে সেখানেই আজ্ঞাকারী থেকে এটি আশা করা যায় যে সমাজে আজ্ঞা, আদেশ, চাহিদা, সতর্কবাণী এবং নিষেধ দ্বারা নিয়ন্ত্রণ বানিয়ে রাখে এবং নিজের অধীনস্থ লোকের গতিবিধির ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখে।

এইভাবে সমাজে ক্ষমতার বিতরণই অধীনতা ও ক্ষমতার যুগ্মপদের জন্ম দেয়। সমাজে কিছু মানুষের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখবার বৈধ অধিকার লাভ করে। ক্ষমতার এই বিষম বণ্টন সমাজে দুটি সংঘর্ষকারী গোষ্ঠীর জন্ম দেয়। এক, যারা আদেশ আজ্ঞা দেয়, এবং দ্বিতীয়রা হলেন যারা আজ্ঞা গ্রহণ করতে পারে। এইভাবে প্রত্যেক সংগঠনে শাসক এবং শাসিত এই দুই শ্রেণি দেখতে পাওয়া যায়, যারা পারস্পরিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ড্যারেনডর্ফ তাঁর সংঘর্ষের তত্ত্বকে নিম্নলিখিত প্রতিপাদ্যের মাধ্যমে প্রস্তুত করেছেন।

(১) প্রত্যেক সমাজে দু প্রকারের গোষ্ঠী স্পষ্টভাবে দেখা যায়। এক, ইতিবাচক প্রভাব সম্পন্ন, দুই, নেতিবাচক প্রভাবসম্পন্ন। এই দুই প্রকারের সমগ্রে বিরোধীগণের স্বার্থ পাওয়া যায়।

(২) ইতিবাচক এবং নেতিবাচক প্রভাব বিস্তারকারী দুটি বিরোধী গোষ্ঠীর মধ্যে স্বার্থ নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা যায়।

(৩) স্বার্থগোষ্ঠী যারা সর্বদাই সংঘর্ষে লিপ্ত থাকে, পরিবর্তন ও তৎকালীন পরিস্থিতিকে বজায় রাখবার জন্য সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।

(৪) স্বার্থগোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্বের ফলস্বরূপ তাদের সামাজিক সম্পর্কের কাঠামোর মধ্যে পরিবর্তন আসে যা প্রভুত্ব সম্পর্কে পরিবর্তনের জন্য উৎপন্ন হয়।

যেহেতু প্রত্যেক সমাজে ক্ষমতার কাঠামো পাওয়া যায় যা সংঘাতের মূল উৎস, অতএব দ্বন্দ্বকে সমাপ্ত করা প্রায় অসম্ভব। প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ রূপে সামাজিক কাঠামোর তত্ত্ব নির্মাণ করে। ড্যারেনডর্ফ মনে করেন যে, সংঘাত মানব সমাজের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল শক্তি। অস্থায়ীরূপে নিয়ন্ত্রণ করা গেলেও স্থায়ীরূপে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়।

ড্যারেনডর্ফের মতানুসারে, ক্ষমতার অসম বণ্টন দ্বন্দ্বের মূল উৎস এবং শ্রেণি-দ্বন্দ্বের ফলস্বরূপ ঘটিত পরিবর্তন ক্ষমতা ব্যবস্থার মধ্যেও পরিবর্তন ঘটায়। কাঠামোমূলক পরিবর্তন আংশিকভাবেও হতে পারে, আবার পূর্ণরূপেও হতে পারে। যখন সংঘর্ষকারী মানুষদের মধ্যে বা গোষ্ঠীর মধ্যে বোঝাপড়া হয়ে যায় এবং ক্ষমতার আংশিক হস্তান্তর করে দেওয়া হয়, তখন তাকে আংশিক দ্বন্দ্ব বলে এবং বিপ্লবের মাধ্যমে সম্পূর্ণ সরকারকে পাল্টে দিলেই তাকে সম্পূর্ণ ক্ষমতার পরিবর্তন বলা যেতে পারে। বেশ কয়েকবার বিরোধী গোষ্ঠীর ব্যক্তির স্বার্থকে নিজের কাজে সম্মিলিত করেও পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়েছে। যেমন—সংসদীয় গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে দেখা যাবে, সেখানে ক্ষমতাসীন দল বিরোধী দলের সদস্যকে নিজ গঠিত সরকারে স্থান না দিলেও তাদের প্রস্তাব বা নীতিসমূহকে আপন করে নেয়।

ড্যারেনডর্ফের তত্ত্বের আলোচনা
(Criticism of Dahnendorf's Theory)

ড্যারেনডর্ফ তাঁর তত্ত্বে দ্বন্দ্বের সর্বজনগ্রাহ্যতা ও পরিবর্তনের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং তিনি সামাজিক সংঘর্ষ সম্পর্কে একটি সাধারণ তত্ত্ব প্রতিপাদিত করেন। এমন করে তিনি দ্বন্দ্বমূলক সমাজতত্ত্বকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দান করে গেছেন। তিনি শ্রেণি-দ্বন্দ্বের নতুন ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি শ্রেণির ব্যাখ্যা, ক্ষমতার প্রেক্ষিতে করেছেন। তাঁর শ্রেণি-সংঘাতের ধারণা ক্ষমতার জন্য সংঘাতের সমগ্র দিকে পরিক্রমা করে।

Scanned with CamScanner

এই তত্ত্বের প্রধান আলোচনা এই প্রকার—

(১) যদিও ক্ষমতা একটি প্রভাবশালী উপাদান, কিন্তু শ্রেণি নির্ধারণ সদাই ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে হয় না। বরং আয়, পরিস্থিতি, প্রতিষ্ঠা, জীবনশৈলী ও ভৌতিক প্রভুত্ব প্রভৃতি শ্রেণি-কাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

(২) ড্যারেনডর্ফ তাঁর তত্ত্বে প্রযুক্ত ধারণাসমূহ যেমন ক্ষমতা, প্রভুত্ব, অধীনতা প্রভৃতি সম্পর্কে কোথাও কোথাও স্পষ্ট সংজ্ঞা দিতে পারেননি।

(৩) পীটার ওয়েনগার্ট (Peter Weingart), ড্যারেনডর্ফের তত্ত্বের সবচেয়ে বড় সমালোচক ছিলেন। তিনি বলেন যে, ড্যারেডর্ফের কারণমূলক বিশ্লেষণ (Causal Analysis) বিধি দুর্বল। টার্নার বলেন যে কারণমূলক বিশ্লেষণ ড্যারেনডর্ফ এটি ভুলে যান যে দ্বন্দ্ব সেখানে সামাজিক কাঠামোতে পরিবর্তন নিয়ে আসে, সেইরকম পরিবর্তনও সংঘর্ষের একটি কারণ হতে পারে। এই কারণে ড্যারেনডর্ফের কারণমূলক বিশ্লেষণ দুর্বল হয়ে যায়।

(৪) কেবলমাত্র ক্ষমতাই সামাজিক দ্বন্দ্বের প্রাথমিক উৎস নয়, জাতি, ধর্ম, চিন্তাধারা, মূল্যবোধ, জীবনশৈলী এবং বিশ্বাসের জন্যই মানব ইতিহাসে সংঘাত হয়ে আসছে।

(৫) যদিও ডারেনডর্ফ দাবি করেন যে সামাজিক দ্বন্দ্বের একটি সর্বজনগ্রাহ্য তত্ত্ব প্রতিপাদিত করেছেন, কিন্তু এর প্রেক্ষাপট কাঠামো (Frame of Reference) সংকুচিত এবং সীমিত। এর ভিত্তিতে আমরা সম্পূর্ণ সমাজের সামাজিক পরিবর্তনকে বুঝতে পারি না।

(৬) ড্যারেনডর্ফের মতে, ক্ষমতা কাঠামোর পরিবর্তনের প্রতিফলনই হল সামাজিক পরিবর্তন। এটা স্বীকার করা যায় না, কারণ সমাজে বেশকিছু পরিবর্তন ক্ষমতাসীন দল পরিবর্তিত না হলেও হয়ে থাকে। কখনও কখনও ক্ষমতাসীন ব্যক্তিগণও পরিবর্তন নিয়ে আসেন।

(৭) ড্যারেনডর্ফ, মার্কসের শ্রেণি নির্মাণের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে অস্বীকার করেন এবং তার স্থানে ক্ষমতাকে শ্রেণি-নির্ধারণের উৎস বলে মনে করেন। এইভাবে তিনি মার্কসের অর্থনৈতিক নির্ধারণকে উল্টে দিলেও, উৎপাদনের উপায়ের তুলনায় ক্ষমতা কেন অধিক প্রভাবশালী, তিনি শ্রেণি কিভাবে অন্যান্য স্বার্থগোষ্ঠী থেকে ভিন্ন তা বোঝাতেও ব্যর্থ হন।

(৮) অন্য নির্ধারণবাদী তত্ত্বের মতো এই তত্ত্বেও একটি উপাদানকে সংঘর্ষের একমাত্র উৎস মনে করবার ত্রুটি পাওয়া গেছে।

(৯) ভান ডেন বার্গ (Van den Berghe) বলেন, যদ্যপি ক্ষমতা সংঘাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত, কিন্তু ব্যবহারিক বা যৌক্তিক কোনও দিক থেকেই এটি বলা যায় না। এটি সংঘাতের সর্বপ্রধান শর্ত।

(১০) ড্যারেনডর্ফ, মার্কস দ্বারা শ্রেণি-দ্বন্দ্বে এবং তার বৈপ্লবিক বিশষত্বের ওপর অত্যধিক বল আরোপ করার বিরোধী, সেখানে মার্কস এটা বলেন যে, শ্রেণি ঘৃণা, হিংসা এবং আকস্মিক পরিবর্তনকে জন্ম দেয়। সেখানে ড্যারেনডর্ফ বলেন যে, পরিবর্তন শান্তিপূর্ণ উপায়ে হয়ে থাকে।

সী রাইট মিলস ঃ শক্তিশালী অভিজাত
(C. Wright Mills : The Power Elites)

সী. রাইট মিলস-ও দ্বন্দ্বের তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন। তিনি আমেরিকায় শক্তিশালী অভিজাত শ্রেণির ভিত্তিতে সামাজিক সংঘাতের তত্ত্ব প্রতিপাদিত হয়। মিলনের কেন্দ্রীয় ধারণা এই ছিল যে, আমেরিকান সমাজে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক শক্তি তিনটি অন্তঃসম্পর্কিত স্তর—সেনা, উদ্যোগশীল ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বা রাজনীতিবিদ দ্বারা পরিচালিত হয়। সামরিক, উদ্যোগপতি ও রাজনীতিবিদগণ মিলিতভাবে আমেরিকার শক্তিশালী অভিজাত (Power

Scanned with CamScanner

Elite) নির্মাণ করেছেন। আমেরিকায় বাস্তবিক সত্তা বা ক্ষমতা এবং শক্তি এই তিন শ্রেণির শক্তিশালী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের হাতে থাকে। তিন প্রকারের অভিজাত শ্রেণি মিলেমিশে সামগ্রিক শক্তি তৈরি করে, যাকে মিলস এক গুণ্ডীয় শক্তি কাঠামো (monolythic power structure) বলেছেন।

আর্থিক, রাজনৈতিক এবং সৈনিক ক্ষেত্রে স্তরসমূহের সর্বোচ্চ শিখরে কিছু ব্যক্তি থাকে। এরা সবাই মিলেমিশে এমন গোষ্ঠী নির্মাণ করে যার দ্বারা আমেরিকান সমাজের সাথে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেনায় উচ্চপদাধিকারী, রাজনেতা, তথা অর্থনৈতিক নিগম প্রধান বা উদ্যোগপতি সম্মিলিতভাবে আমেরিকার শক্তি কাঠামো (Power Structure) নির্মাণ করে। সকল প্রধান প্রধান সিদ্ধান্ত এই সকল ব্যক্তিবর্গই নিয়ে থাকেন। এদের স্বার্থ সুসম্পর্কযুক্ত থাকে। এই অভিজাত ব্যক্তি একই প্রকারের পরিবারের সাথে সম্পর্কযুক্ত, এরা জনপ্রিয় বড় বড় বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন, এদের মধ্যে একে অপরের সাথে সুসম্পর্ক থাকে এবং এদের প্রধানত কেন্দ্র-শক্তির সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকে।

মিলস অনুসারে, মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ যা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বাস্তবিক শক্তি বা ক্ষমতা নিয়ন্ত্রক (Real Power Weilders) বলে মনে করেন এবং উদারপন্থী দৃষ্টিকোণ যা রাজনৈতিক নেতাকে শক্তির নায়ক (Captains of power) বলে বোঝেন এবং লোক-নিরপেক্ষ যুদ্ধ নেতাকেই আসল স্বৈরতান্ত্রিক (Virtual dictators) বলে মনে করেন, তা অতি সরলীকৃত রূপ। এইজন্য বাস্তবিকতাকে প্রকাশ করবার জন্য শক্তি অভিজ্ঞতাকে ক্ষমতার ত্রিমূর্তি (Triumvirate)-র সংজ্ঞা দেওয়া হয় যা আর্থিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পদে আসীন ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত। এই ব্যক্তিগণ সম্মিলিতরূপে একে একত্রীভূত স্তর নির্মাণ করে।

সী. রাইট মিলসের শক্তি অভিজাতের তত্ত্বের বিরুদ্ধে মুখ্য সমালোচনা হল এই যে এটা অস্বীকার্য যে, সমাজে শক্তির বা ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ অভিজাত শ্রেণির অল্প সংখ্যক ব্যক্তির হাতে আছে। বাস্তবে সমাজে অনেক অবরোধকারী গোষ্ঠী (Veto groups) থাকে যারা ক্ষমতার জন্য একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করে এবং বিশেষ প্রেক্ষাপটে প্রভাবিত করবার প্রচেষ্টা করে থাকে। সমালোচকগণ এটিও বলেছেন যে অভিজাত দৃষ্টিভঙ্গি (Elite Approach) জোট সম্পর্কিত ঝগড়া এবং নেতৃত্ব গোষ্ঠীর ভিতর স্বার্থের সংঘর্ষকে অবহেলা করে। সমালোচকদের মতে, একস্তরীয় শক্তি কাঠামো বা শাসক অভিজাতরূপী ধারণার বদলে "বহু সিদ্ধান্তকেন্দ্রিক" (Multiple decision centres) এবং 'ভারসাম্য চক্র' (Balance wheels)-এর ধারণা বেশি উপযুক্ত। শক্তি অভিজাত তত্ত্ব'র কিছু দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও সংঘর্ষ সমাজতত্ত্বের (Conflict Sociology)-এর অনেক দানের মধ্যে অন্যতম।

হরোবিজ-ও সংঘর্ষ সম্পর্কিত তার গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাভাবনা প্রকাশ করেছেন। তিনি এটা মনে করেন যে সংঘাত প্রক্রিয়া সামাজিক সংগঠন থেকে পৃথক কিছু নয়। সংগঠন ও সংঘর্ষের প্রক্রিয়া পরস্পর সম্পর্কিত। অতএব এদের পৃথকভাবে বোঝা সম্ভব নয়। সামাজিক জীবনে মতৈক্য (Consensus) এবং সংঘর্ষের প্রক্রিয়া একদিকে সহযোগিতা বাড়ায়, অন্যদিকে সমাজ সংগঠনে বাধার সৃষ্টি করে। যখন সমাজের সংগঠনমূলক শক্তিতে কোনও কারণে শক্তির হ্রাস দেখা যায়, তখন সমাজে সংঘাত বৃদ্ধি পায়।

মার্কসের শ্রেণি-দ্বন্দ্বের তত্ত্ব
(Marx's Theory of Class Struggle)

মার্কসকে শ্রেণি-দ্বন্দ্বের তত্ত্বের জন্মদাতা বলে মনে করা হয়। 'দাস ক্যাপিটেল' এবং 'সাম্যবাদী ঘোষণাপত্র' (Communist Manifesto) নামক গ্রন্থে মার্কস শ্রেণি-দ্বন্দ্বের বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

শ্রেণি-দ্বন্দ্বের ধারণা মার্কসের গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাভাবনার মধ্যে এক মার্কস শ্রেণি সংঘাতের ধারণা অগাস্টিন থোড়ে থেকে নিয়েছিলেন। কিন্তু এর পুনর্বিশ্লেষণ মার্কসই করেছিলেন। মার্কসের মতে, সমাজে সর্বদাই দুটি শ্রেণি পাওয়া

Scanned with CamScanner

যাবে—শোষক ও শোষিত শ্রেণি এবং এরা সদাই পরস্পরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত থাকবে। এদের সংঘর্ষের মাধ্যমে সমাজে বিকাশের প্রক্রিয়া এগিয়ে যায় এবং সমাজের একটি যুগ শেষ হয়ে তার স্থানে দ্বিতীয় যুগ শুরু হয়ে যায়। প্রত্যেক সমাজে ব্যক্তিদের স্বার্থে পরস্পরবিরোধ পাওয়া যায়। অন্যভাবে, সমাজে বিভিন্ন শ্রেণি পাওয়া যায় এবং সেই সকল শ্রেণির নিজ নিজ স্বার্থ থাকে, যাকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে সংঘাত দেখা যায়। কোন্ স্বার্থ পূরণের জন্য সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠী পরস্পর সংঘর্ষরত থাকে? এর উত্তর দিতে গিয়ে মার্কস বলেন যে, সেই স্বার্থ হল—উৎপাদন প্রক্রিয়া ও তার প্রভুত্ব বা নিয়ন্ত্রণ। অন্যভাবে, অর্থনৈতিক স্বার্থ পূরণের জন্য সমাজের শ্রেণির মধ্যে সংঘাত পাওয়া যায়। শ্রেণিসংঘর্ষ নিয়ে ব্যাখ্যা করবার পূর্বে শ্রেণি (মার্কসের মতানুযায়ী) কি তা আমাদের জেনে নেওয়া দরকার।

মার্কসের মতানুসারে শ্রেণির ধারণা
(Concept of Class according to Marks)

মার্কস বলেন যে, ইতিহাসে এখনও অবধি যত সামাজিক ব্যবস্থা দেখা গেছে, তাদের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টন এবং সমাজের শ্রেণি-বিভাজন, সমাজে কি এবং কি প্রক্রিয়ায় উৎপাদন হল এবং উৎপাদিত দ্রব্যের বিনিময় কিভাবে হল, তার ওপর নির্ভর করে এসেছে।

মার্কস শ্রেণির উৎস সমাজ বা ধর্মকে মনে করেন না। তার মতানুসারে, শ্রেণির উৎস সর্বদাই অর্থনৈতিক ছিল। তিনি লিখেছেন যে, "সামাজিক এবং ঐতিহাসিক পরিবর্তনের উপাদান এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দ্বারা সমাজে নির্মিত শ্রেণি দুইই বর্তমান"।

মার্কস বলেন যে ব্যক্তি একটি সামাজিক প্রাণী। কিন্তু অধিক স্পষ্টরূপে তারা একটি নির্দিষ্ট সামাজিক শ্রেণির প্রাণী (Class Animal)। প্রত্যেক যুগে জীবিকা উপার্জনের জন্য কোনও না কোন উপায় প্রচলিত থাকে। উপায়ের ভিন্নতার জন্য মানুষ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির মধ্যে বিভাজিত হয়ে পড়ে এবং তাদের মধ্যে শ্রেণি-সচেতনা পাওয়া যায়। এইভাবে মার্কস অনুসারে শ্রেণির জন্ম উৎপাদন প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভর করে। যেমন উৎপাদনের প্রক্রিয়া পরিবর্তিত হতে থাকে তখন নতুন শ্রেণি সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এইভাবে এক যুগে প্রচলিত উৎপাদন প্রণালী-ই এই সময়ের শ্রেণির প্রকৃতি নির্ধারণ করে। মার্কসের ব্যাখ্যা অনুসারে, শ্রেণি হল এমন কিছু ব্যক্তির সমষ্টি যাদের প্রত্যেকের জীবিকা একই প্রকারের অর্থাৎ শ্রেণি হল একই জীবিকার অন্তর্ভুক্ত মানুষের সমষ্টি। এইভাবে সামাজিক শ্রেণির উৎস হল অর্থনৈতিক।

পুঁজিবাদী সমাজে শ্রেণি (Class in Capitalistic Society)—

এই সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল যন্ত্রের আবিষ্কার এবং বৃহদায়তন শিল্প স্থাপনের জন্য। এই সমাজে উৎপাদন প্রক্রিয়ার ওপর পুঁজিবাদীদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে এবং উৎপাদনের জন্য কাজ করানো হয় শ্রমিকদের দিয়ে। মার্কস শ্রমিক শ্রেণিকে সর্বহারা শ্রেণি বলেন এবং পুঁজিপতি শ্রেণিকে বুর্জোয়া শ্রেণি। সর্বহারা শ্রেণি পুঁজিপতি শ্রেণির বিরোধী, কিন্তু এর একটি আবশ্যকীয় শর্তও আছে। সর্বহারা শ্রেণির উৎপাদন প্রক্রিয়ার ওপর কোনও নিয়ন্ত্রণ থাকে না, অতএব এরা পুঁজিপতিদের শ্রম বিক্রয় করে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করে। পুঁজিপতি শ্রেণি, সর্বহারা শ্রেণির পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে তাদের অর্থনৈতিকভাবে শোষণ করে। শুরুর দিকে পুঁজিবাদী শ্রেণি একটি প্রগতিশীল গোষ্ঠী ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে শক্তিশালী উৎপাদন পদ্ধতি আবিষ্কারের সাথে সাথে, পুঁজিপতি শ্রেণিও অধিক শক্তিশালী হয়ে গেল এবং তারা তখন উৎপাদন ব্যবস্থাকে সুসংগঠিত করবার পরিবর্তে সামাজিক উন্নতি অবরুদ্ধ করে দেয়। আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজে যা সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ধ্বংসস্তূপ থেকে এসেছে, শ্রেণি-সংঘাত শেষ হয়ে যায় নি বরং নবরূপে এসেছে। উৎপীড়নের পুরাতন কাঠামোর পরিবর্তে নতুন কাঠামো ফিরে এসেছে এবং সংঘাত নতুনভাবে সমাজে নতুন শ্রেণি-সংঘাত রচনা করেছে।

এইভাবে মার্কস মনে করেন যে, অর্থনৈতিক উৎপাদনের প্রত্যেক স্তরে সমাজে দুটি শ্রেণি বিদ্যমান। দাসযুগে দাস

Scanned with CamScanner

এবং প্রভু, সামন্ততান্ত্রিক সমাজে সামন্তপ্রভু ও চাষি এবং বর্তমানে পুঁজিবাদী সমাজের পুঁজিপতি ও সর্বহারা শ্রেণি বিদ্যমান। প্রত্যেক সমাজে এই দুই শ্রেণির প্রধান বিশেষত্ব হল এই যে একজনের হাতে সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল এবং অপরজনের হাতে কোন ক্ষমতা ছিল না। তারা সবকিছু থেকেই বঞ্চিত ছিল। এই ভিত্তিতেই এক শ্রেণি অপর শ্রেণিকে শোষণ করে যায় এবং শ্রেণিস্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তারা পরস্পর সংঘর্ষের লিপ্ত হয়ে পড়ে। এইভাবে প্রত্যেক সমাজের শোষক ও শোষিত এই উভয় শ্রেণিই পাওয়া যায় যারা সমাজে শ্রেণিসংঘাতের জন্ম দেয়।

শ্রেণি-সংগ্রাম
(Class-Struggle)

উপরোক্ত বিবৃতি থেকে এটি স্পষ্ট বোঝা গেল যে, ইতিহাসের প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেক সমাজে দুটি পরস্পরবিরোধী শ্রেণি আছে—শোষক এবং শোষিত শ্রেণি এবং এই দুই শ্রেণি সর্বদাই পরস্পরের সাথে সংগ্রামে লিপ্ত। যখন শোষক শ্রেণির শোষণনীতি অসহনীয় হয়ে পড়ে এবং উৎপীড়ন বেড়ে যায়, তখন দুই শ্রেণির মধ্যে সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়ে। মার্কস তাঁর 'কমিউনিস্ট ঘোষণাপত্র' (Communist Manifesto) নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে, এখনও পর্যন্ত সকল সমাজের ইতিহাস শ্রেণি-সংগ্রামের ইতিহাস। স্বাধীন ব্যক্তি এবং দাস, কুলীন জমিদার শ্রেণি এবং সাধারণ মানুষ, সামন্ত এবং ভূমিদাস, এককথায় শোষক ও শোষিত সর্বদা একে অপরের বিরুদ্ধে কখনও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কিন্তু অনবরত যুদ্ধ করে যায়। এই সংঘাত সাধারণত হয় সমাজের বৈপ্লবিক পুনর্গঠন বা সংঘর্ষে দুই শ্রেণির ধ্বংসের মাধ্যমে শেষ হয়েছে"। এই বক্তব্যের দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে মার্কস সকল সমাজে শ্রেণি এবং শ্রেণি সংঘাতকে এক ঐতিহাসিক সত্যরূপে ব্যাখ্যা করেছেন।

যদিও মার্কসই প্রথম ব্যক্তি নন যিনি শ্রেণি সংগ্রামের কথা বলেছেন। তাঁর আগেও পুঁজিবাদী ঐতিহাসিকগণ ঐতিহাসিক বিকাশ ও পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদগণ শ্রেণির অর্থনৈতিক কাঠামোর উল্লেখ করেন। শ্রেণি ও শ্রেণি-সংঘাতের প্রেক্ষিতে মার্কস তিনটি নতুন তথ্য জুড়ে দেন—

(১) বিভিন্ন শ্রেণির অস্তিত্ব উৎপাদনের বিকাশের কোনও ঐতিহাসিক ক্রমবিশেষের সাথে যুক্ত থাকে ; (২) শ্রেণি-সংঘর্ষ চরম উৎকর্ষ আবশ্যক রূপ দ্বারা সর্বহারা শ্রেণির অধিনায়কত্ব হয়ে থাকে ; (৩) অধিনায়কত্বের এই অবস্থা নিজের থেকেই সকল শ্রেণির উন্মীলন ঘটায় এবং শ্রেণিহীন সমাজের দিকে এগিয়ে যায়।

মার্কসের শ্রেণি-সংগ্রামের ধারণা তৎকালীন ইংল্যান্ডের পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। মার্কসের সময় ইংল্যান্ডের কারখানাগুলিতে প্রচুর পরিমাণ উৎপাদন হচ্ছিল। পুঁজিপতি শ্রেণি ধনী থেকে অধিক ধনী হতে থাকে এবং গরিব মানুষেরা আরও গরিব হতে থাকে। পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের ওপর খুবই শোষণ চালাচ্ছিলেন। পুঁজিপতি শ্রেণির রাজনীতি এবং সরকারের ব্যবস্থায় পূর্ণ প্রভুত্ব ছিল। তাঁরা তাদের স্বার্থের অনুকূলে আইন তৈরি করছিলেন এবং সরকারকে নিজের স্বার্থে ইচ্ছামত পরিকল্পিত করছিলেন এবং সর্বহারা শ্রেণির শোষণ করছিলেন। এই প্রকার তীব্র শোষণ দেখে মার্কস পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কট্টর শত্রু এবং সাম্যবাদের সমর্থকে পরিণত হয়েছিলেন।

সংগ্রাম, পুঁজিপতি ও সর্বহারা শ্রেণির অর্থ—মার্কস ইতিহাসকে রাজারানি এবং যুদ্ধের কাহিনি বলে মনে করেন না, একে তিনি বরং অর্থনৈতিক শ্রেণি ও তাদের সংগ্রামের বাহিনী বলে মনে করেন। তাঁর কাছে শ্রেণি-সংগ্রামের ইতিহাসকে বোঝবার একমাত্র চাবিকাঠি। অর্থনৈতিক ইতিহাসই হল প্রকৃত মানব ইতিহাস। অর্থনৈতিক স্বার্থের ওপর ভিত্তি করে শ্রেণির উত্থান ও পতন হয়। শ্রেণি-সংগ্রামের মধ্যেই সমাজের বিকাশের সিঁড়ি আছে। মার্কসের শ্রেণি-সংঘাতের ধারণায় সংঘাত এবং পুঁজিপতি এবং সর্বহারা শ্রেণির ধারণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অতএব তাকে বুঝে নেওয়া খুবই প্রয়োজন।

Scanned with CamScanner

সংগ্রাম—সংগ্রামের তাৎপর্য অনবরত সংগ্রামরত থাকাতেই সীমাবদ্ধ নয়। এর তাৎপর্য হল সমাজে এমন একটি শ্রেণি অবশ্যই থাকে যার প্রয়োজনীয়তা বা চাহিদা পূর্ণ না হওয়ায় তারা অসন্তুষ্ট থাকে এবং এই অসন্তোষকে তারা ধর্মঘট, অসহযোগ প্রভৃতি বস্তুরূপে প্রকাশ করে। যখন এই অসন্তোষ অসহনীয় হয়ে যায়, তখন বিপ্লবের রূপ ধারণ করে। সেখানে শোষক শ্রেণি পরাজিত হয় ও শোষিত শ্রেণি জয়লাভ করে।

পুঁজিপতি—পুঁজিপতি হলেন এমন এক ব্যক্তি যার উৎপাদন প্রক্রিয়া, যেমন—ভূমি, কলকারখানা, কাঁচামাল, পুঁজি এবং কাজের ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে। এই শ্রেণি সমাজের শক্তিশালী ও সম্পদশালী শ্রেণি। উৎপাদন, মূল্য, বণ্টন, ক্রয়-বিক্রয়-এর ওপর এর নীতি নির্ধারণমূলক শক্তি থাকে। নিজের লাভ বৃদ্ধির জন্য এরা শ্রমিক ও তার পরিবারকে শোষণ করতে থাকে। এই শ্রেণি উদ্বৃত্ত মূল্য কুক্ষীগত করে নিজের জীবিকা নির্বাহ করে। যারা সামাজিক চাহিদা পূরণের জন্য নয়, নিজের লাভ পূরণের জন্য উৎপাদন করে।

সর্বহারা শ্রেণি—এই শ্রেণি কারখানায় তার শ্রমদানের মাধ্যমে নিজেদের জীবিকা অর্জন করে। এদের কাছে উৎপাদনের নিজস্ব প্রক্রিয়া থাকে না বরং পুঁজিপতিকে নিজের শ্রম বিক্রি করে, এই শ্রেণি জীবনযাপন করে। এই শ্রেণি পুঁজিপতি শ্রেণি ; মার্কস যাকে বুর্জোয়া শ্রেণি বলতেন, তাদের দয়ায় জীবন বাহিত করে। এরা নিজেদের উৎপাদন প্রক্রিয়া নিজেরা নির্ধারণ করতে পারে না। বুর্জোয়াদের ইচ্ছা এবং বাজারদর দ্বারা তা নির্ধারিত হত। তারা পছন্দের জীবনও অতিবাহিত করতে পারেন না।

পুঁজিবাদী যুগে শ্রেণি-সংগ্রামের তীব্রতা
(Intensity of Class Struggle in Capitalist Era)

আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজের উৎপত্তি সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ধ্বংসস্তূপের ওপর হয়েছিল। এই যুগে শ্রেণি-সংঘাত খুবই তীব্র আকার ধারণ করেছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদন কলকারখানায় হয়ে থাকে এবং উৎপাদন হয় বৃহৎ মাপের। দ্বন্দ্ববাদের তত্ত্ব অনুসারে, পুঁজিবাদী সমাজে দুটি শ্রেণি উৎপন্ন হয়। এক—বুর্জোয়া, দুই—সর্বহারা; দুটি শ্রেণির-ই পরস্পর পরস্পরকে প্রয়োজন। শ্রমিকের অভাবে পুঁজিপতিদের কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাবে। তেমনি পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের চাকরি না দিলে তারা না খেয়ে মারা যাবে। দুটি শ্রেণিই পরস্পরের পরিপূরক হওয়া সত্ত্বেও নিজ নিজ স্বার্থ নিয়ে পরস্পর সংঘর্ষরত থাকে। পুঁজিপতি উৎপাদন প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ রাখায় শ্রমিকদের কার্যের ওপর শর্ত চাপান, নিজের লাভের জন্য উৎপাদন করান এবং এই লাভকে বৃদ্ধি করবার জন্য শ্রমিকদের যথাসম্ভব শোষণ করেন। তিনি শ্রমিকদের কাজের সময় বাড়িয়ে দেন, অথচ পারিশ্রমিক কমিয়ে দেন। মার্কস একেই পুঁজিপতিদের হাতের দমনমূলক অস্ত্র বলেছেন। অন্যদিকে শ্রমিকদের অবস্থা খুবই অসহায়। যদি শ্রমিক পুজিবাদী শ্রেণির শর্ত মেনে না নেয় তখন শ্রমিক ও তার পরিবারকে অনাহারে মরতে হবে। মার্কস বলেন যে দুটি শ্রেণিরই পরস্পরকে প্রয়োজন হলেও নিজ স্বার্থকে কেন্দ্র করে পরস্পরের মধ্যে সংঘাত লেগেই থাকে। পুঁজিপতি সর্বদাই তার লাভকে সর্বাধিক বাড়াতে চায়। এমন করতে গিয়ে তারা শ্রমিকদের স্বার্থের জলাঞ্জলি দিয়ে তাদের শোষণ করে। অন্যদিকে শ্রমিকগণ তাদের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য ভাল বেতন প্রাপ্তির জন্য এবং কাজের সময় কম করবার জন্য পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে বিপ্লবের সূচনা করে। এই বিপ্লবের পরিণামস্বরূপ পুঁজিবাদের বিনাশ অবশম্ভাবী, কারণ স্বয়ং পুঁজিবাদেই তার বিনাশের বীজ ব্যপৃত আছে। মার্ক্স বলেন যে শাস্ত্র দ্বারা বুর্জোয়াশ্রেণী সামন্তবাদের শেষ ঘটায়। সেই বিদ্যাই এখন সম্পত্তিশালী শ্রেণির বিনাশ ঘটাতে তার বিরুদ্ধে প্রেরিত হচ্ছে। এইভাবে মার্কস অনুসারে, পুঁজিবাদের প্রকৃতিই এমন যে সে তার নিজের কবর নিজেই খোড়ে (Capitalism digs its own grave)।

Scanned with CamScanner

পুঁজিবাদের বিনাশের কারণ
(Causes of Downfall of Capitalism)

শ্রেণি-সংঘাতের ভিত্তিতে মার্কস বলেন যে—পুঁজিবাদের প্রকৃতি হল আত্মনাশী। লাভের প্রবৃত্তি, উদ্বৃত্ত মূল্য কুক্ষীগত করা, পুঁজির কেন্দ্রীকরণ, শ্রমিকগণের মনে বর্ধনশীল বেকারত্ব এবং দারিদ্রতা, শ্রমিকদের ওপর শোষণ, পুঁজিপতি দ্বারা শ্রমিকদের ওপর অন্যায় অত্যাচারপূর্ণ ব্যবহার) চাহিদার চেয়ে অধিক পূরণ, অধিক উৎপাদন, বাজারকে উৎপাদিত দ্রব্যের ছাপিয়ে যাওয়া, আর্থিক সংকট, যাতায়াত ও যোগাযোগের ব্যপ্তি, শ্রমিক শ্রেণিতে চেতনা ও সহমর্মিতা ভাবের উৎপত্তি প্রভৃতি এরা হল এমন সব উপাদান যারা পুঁজিবাদের কবর খুঁড়তে সাহায্য করে। আমরা এখানে সেই সকল বিষয় নিয়ে সামান্য উল্লেখ করব যা পুজিবাদের বিনাশ এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রেণি সংঘাতের তীব্রতার জন্য দায়ী।

(১) **ব্যক্তিগত লাভের জন্য উৎপাদন**—পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদন, সমাজের স্বার্থ ও সমাজে তার উপযোগিতাকে মাথায় রেখে করা হয় না, বরং ব্যক্তিগত লাভকে মাথায় রেখে করা হয়।

(২) **বিশাল উৎপাদন, একাধিকার এবং পুঁজির সঞ্চয়**—পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ফ্যাক্টরি দ্বারা তীব্রগতিতে এবং বড় মাত্রায় উৎপাদন করা যায়। তার ওপর সংখ্যালঘু পুঁজিপতিদের একাধিকার থাকে। অতএব তাদের হাতেই পুঁজি কেন্দ্রীভূত থাকে এবং শ্রমিকদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নষ্ট হয়ে যায়।

(৩) **আর্থিক সংকট ও শ্রমিকদের কষ্টের বৃদ্ধি**—পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা সময়ে সময়ে বহু অর্থনৈতিক সংকট এবং শ্রমিকের কষ্টের বৃদ্ধি ঘটায়। পুঁজিপতিদের হাতে সমস্ত অর্থ চলে আসায় শ্রমিকগণ আরও গরিব হয়ে যায়। তাদের ব্যক্তিত্ব বিনষ্ট হয়, তারা যন্ত্রের ন্যায় যান্ত্রিক হয়ে যায়। তারা বস্তুতে পরিণত হয়। এই ব্যবস্থায় বেকারত্ব বেড়ে যায়, শ্রমের মূল্য কমে যায়। শ্রমিকের ওপর দমনমূলক ব্যবহার ও শোষণ বেড়ে যায়।

(৪) **অতিরিক্ত মূল্য পুঁজিপতি দ্বারা কুক্ষীগত করা**—পুঁজীবাদে উৎপাদন সামাজিক চাহিদা পূরণের জন্য নয় বরং ব্যক্তিগত লাভের জন্য করা যায়, অতএব পুঁজিপতি অতিরিক্ত মূল্য নিজের কাছে রেখে দেয়।

(৫) **ব্যক্তিগত উপাদানের সমাপ্তি**—পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা শ্রমিকের ব্যক্তিগত চরিত্র হয়ে যায়। উদ্যোগের স্থানীয়করণ শ্রমজীবীদের সংঘাতের জন্য বরদান প্রমাণিত হয়। অসন্তুষ্ট শ্রমিকরা পরস্পর সংগঠিত হয়, একে অপরের সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেয় এবং তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা, একতা ও সহযোগিতার ভাব গড়ে ওঠে।

(৬) **আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের জন্মদাতা**—পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদিত বস্তু বা পণ্য বিক্রির জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের খোঁজ করা হয়। এতে যাতায়াত এবং যোগাযোগের উপায়ের তীব্র বিকাশ করা হয়। যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে এর পরিণামস্বরূপ বিভিন্ন স্থানের শ্রমিকদের একত্রিত সুসংগবন্ধ হয়।

শ্রেণি-সংগ্রাম তত্ত্বের আলোচনা
(Criticism of Class-Struggle Theory)

মার্কস শ্রেণি সংঘাতের তত্ত্বকে যতটা সমর্থন দিয়েছিলেন সমালোচকরা তার তত্ত্বকে ঠিক সে পরিমাণেই সমালোচিত করেন।

(১) **সামাজিক জীবনে সংঘাতের থেকে সহযোগিতা বেশি**—মার্কস সামাজিক জীবনে সংঘাতকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন, যদিও সহযোগিতার মাধ্যমেই সামাজিক জীবন এগিয়ে চলে। সহযোগিতার অভাবে মানুষ কবে, কোনকালেই সমাপ্ত হয়ে যেত। যদি মালিক ও শ্রমিক পারস্পরিক সহযোগিতায় না আসে তবে কখনই উৎপাদন সম্ভব নয়। এমনকি সংঘর্ষের জন্যও দুই বিরোধী দলের সহযোগিতার প্রয়োজন। অতএব সহযোগিতাই হল মূল, সংঘর্ষ নয়, ক্রোপাটকিন ও টার্ড মানব প্রগতির জন্য শ্রেণি-সংঘর্ষের চেয়ে শ্রেণি সহযোগিতাকেই বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন।

Scanned with CamScanner

(২) **সমাজে কেবলমাত্র দুটি শ্রেণিই বর্তমান নয়**—মার্কস কেবলমাত্র দুটি শ্রেণির কথাই কল্পনা করেছেন, সেখানে সমাজে 'তৃতীয় শ্রেণি'ও অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে। তা হল 'মধ্যবিত্ত' বা 'বুদ্ধিজীবী শ্রেণি'। এতে আমরা প্রফেসর, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রবন্ধক, টেকনিশিয়ান প্রভৃতিদের অন্তর্ভুক্ত করতে পারি, যারা সমাজের বিকাশে সর্বাধিক ভূমিকা পালন করেছে। মার্কস এই শ্রেণির নামোল্লেখ না করে খুবই ভুল করেছেন। সরোকিন বলেন যে, মার্কস যে দুটি শ্রেণির চর্চা করেছেন, তাদের কোনও স্পষ্ট সংজ্ঞা নেই। ফরাসি শ্রমিক নেতা সোরেল মার্কস দ্বারা বর্ণিত শ্রেণিকে 'একটি বিমূর্ত কল্পনা' বলেছেন।

(৩) **সামাজিক এবং অর্থনৈতিক শ্রেণি একই নয়**—মার্কস সামাজিক এবং অর্থনৈতিক শ্রেণিকে একই মনে করেছেন। সমাজবাদীগণ ধর্ম, শিক্ষা, আয়, যোগ্যতা প্রভৃতির ওপর ভিত্তি করেও সমাজে শ্রেণি বিভাজন করে থাকেন। মার্কস দুটি শ্রেণিকে একই মনে করে তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপূরণ করতে চান।

(৪) **মুক্তি শ্রমিক শ্রেণি নয়, বুদ্ধিজীবীদের দ্বারাই ঘটানো সম্ভব**—মার্কসের মতে, শ্রমিক শ্রেণি বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজকে বদলে দেবে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী যে বুদ্ধিজীবীরাও বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ জ্বালাতে সাহায্য করেছিলেন। এই কথাটি লেনিনও স্বীকার করেছিলেন।

(৫) **সকল ইতিহাস শ্রেণি-সংগ্রামের ইতিহাস নয়**—মার্কসের এই বক্তব্য ত্রুটিমুক্ত নয় সে সকল ইতিহাসই শ্রেণি-সংগ্রামের ইতিহাস। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দুই শ্রেণির মধ্যে নয় বরঞ্চ দুটি বিরোধী রাষ্ট্রের মধ্যে হয়েছিল। এভাবেই লোকের শ্রেণি চেতনার স্থানে রাষ্ট্রীয় চেতনার ভিত্তিতে বিরোধ পাওয়া যায়।

(৬) **মার্কস দ্বারা চিত্রিত শ্রেণি সংগ্রামের পরিণাম ফলেনি**—মার্কস বলেন যে, শ্রেণি সংঘাতের জন্য পুঁজিবাদ শেষ হয়ে যাবে এবং সাম্যবাদ আসবে, তিনি পুঁজিবাদকে সংশোধনের কল্পনা করেন নি। কিন্তু ইংল্যান্ড, আমেরিকা এবং পৃথিবীর অন্য দেশে শ্রমিকের পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে। সেখানে শ্রমিক শ্রেণির সমৃদ্ধিতে বৃদ্ধি ঘটেছে। তাদের অনেক সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। এতে তাদের অসন্তোষ দূর হয়েছে। এমনি করে পুঁজিপতিগণ শ্রমিকদের সম্পূর্ণ আদায় করে নিয়েছেন।

(৭) মার্কস বলেছেন, শ্রমিক শ্রেণি বিপ্লব নিকট ও পুঁজিবাদ তার বিনাশের জন্য পরিপক্ব হয়ে গেছে। মার্কস বলেছিলেন যে বিপ্লব প্রথমে উদ্যোগশীল দেশগুলিতে হবে কিন্তু মার্কসের ধারণা ভুল ছিল । কোন উদ্যোগশীল দেশেই বিপ্লব ঘটেননি এবং সাম্যবাদ সবার প্রথমে রাশিয়া এবং চিনে এসেছিল যা ছিল মূলত কৃষিপ্রধান দেশ।

সংঘর্ষ তত্ত্বের প্রকারভেদ
(Variations of Conflict Theory)

এটা দুর্ভাগ্যজনক যে সংঘাত তত্ত্বকে মার্কসবাদী বৈপ্লবিক ভাবধারার সাথে পরিচয় দেওয়া হয়। সংঘাতকে নেতিবাচক ঘটনা বলে মনে করাও দুর্ভাগ্যজনক। মার্কসের আগে এবং পরে বহু সমাজ দার্শনিক বিভিন্ন প্রেক্ষিতের মাধ্যমে সমাজ সম্পর্কে অন্তঃদৃষ্টি প্রদান করেছিলেন। সংঘাতের রচনাত্মক দিকে আলোকপাত করেন। তৎকালীন সমাজবিদ্যার পরম্পরায় সংঘাত তত্ত্বকে ছটি প্রকারভেদে দেখানো যায় ঃ

১। ফ্রাঙ্কফুট স্কুল এবং সংঘর্ষ তত্ত্ব।
২। নবীন বা আমূলক পরিবর্তনবাদী সমাজতত্ত্ব।
৩। দ্বন্দ্বমূলক সমাজবিদ্যা।
৪। সংঘাত কার্যবাদ।
৫ বিশ্লেষণমূলক সংঘর্ষ তত্ত্ব।
৬। উপচারী সংঘাত তত্ত্ব।

Scanned with CamScanner

১। ফ্রাঙ্কফুর্ট এবং সমালোচনামূলক তত্ত্ব (The Frankfurt School and Critical Theory)

ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের তাত্ত্বিক ব্যবস্থা অনিবার্য সংগ্রামের ওপর ভিত্তি করে এবং এর দ্বারা মার্কসের কাছ থেকে বেশ কিছু বিষয় গ্রহণ করা গেছে। কিন্তু এর প্রতিপাদকগণ কোনভাবেই কট্টর মার্কসবাদী ছিলেন না। ইনি হেগেল, মার্ক্স এবং কার্ল ম্যানহেইমের পরম্পরাবাদী সমাজতত্ত্বের বিশ্লেষণ এবং প্রয়োগ করেন। মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও মার্কসবাদকে এই দৃষ্টিতে বাধবার প্রচেষ্টা করেন। ইনি সামাজিক কাঠামো ও পরিবর্তনের মার্কসবাদী তত্ত্ব এবং ফ্রয়েডের ব্যক্তিগত প্রেরণা এবং ব্যক্তিত্বর সাথে সংঘবন্ধ তত্ত্বকে মিলিয়ে দিয়েছেন। তিনি সমালোচনামূলক তত্ত্বকে বিকশিত করবার প্রক্রিয়ায় ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের বিত্তানীগণ ক্ষমতাতত্ত্ব, বিচ্ছিন্নতা, জন-সংস্কৃতি এবং বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলন দ্বারা সুসংবন্ধ বিস্তৃত অধ্যয়ন করেছিলেন।

হেবারমাস, যিনি এই স্কুলের তীব্র সমর্থক ছিলেন। এক নবীন মানবতাবাদী পরস্পরকে বিকশিত করবার প্রযুক্তি করেছেন, যেখানে হেগেল এবং যুবক মার্কর্সের কাজের ওপর জোড় দেওয়া হয়েছে। হেবারমাস এই দৃষ্টি দ্বারা পূর্ণরূপে গ্রাহ্য ছিলেন যে উন্নত উদ্যাগমূলক মৌলিক অন্তর্বিরোধকে পুঁজিবাদ সম্পর্কিত কট্টর মার্কসবাদী তত্ত্বের ভিত্তিতে বোঝা যায় না। অতএব তিনি সমালোচনামূলক তত্ত্ব নিজের রূপ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বর্তমান বিকাশকে মনে রেখে বিকশিত করেছেন। (১) উদার পুঁজিবাদ—উনবিংশ শতাব্দীর পুঁজিবাদ যার সম্পর্ক মার্ক্স আলোকপাত করেছেন। (২) সংগঠিত পুঁজিবাদ যা পশ্চিমি উদ্যোগীকৃত সমাজের বিশেষত্ব, এবং (৩) রাষ্ট্র সমাজবাদী সমাজের দায়ী-পুঁজিবাদ মার্কসের মতো হেবারমাস এই সকল প্রকারের পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় লুক্কায়িত অভ্যন্তরীণ বিরোধকে দেখে যা অন্তিমে তাকে বিভাজন ও পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যাবে। এই প্রকারের পরিবর্তন আনবার জন্য তিনি নিজের চিন্তাধারা এবং জাগরণের ভূমিকার ওপর জোড় দেন।

সংঘাত সমাজতত্ত্ব **আলোচনামূলক তত্ত্ব** (Critical Theory) চিন্তার এক প্রভাবশালী স্কুল তৈরি হয়ে গেল তত্ত্বের প্রধান বিশেষত্ব কিছুটা হল এই প্রকারের :

(১) এর প্রণেতা মনে করেন যে বুদ্ধিজীবীদের সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে এবং সমাজের প্রতি সমালোচনামূলক অভিব্যক্তি বিকশিত করতে হবে বিষয়ৈক (Objectivity) এবং মূল্য রহিত সমাজতত্ত্বের নামে প্রয়োজন অনুসারে মূল্য নির্ণয় করতে তাদের সংকোচ করা উচিত নয়।

(২) সমালোচনামূলক তত্ত্ব মনে করে যে, মানুষের চিন্তাভাবনা সেই সমাজব্যবস্থারই উৎপাদিত দ্রব্য, যে সমাজে সে বসবাস করে। অতএব পূর্বরূপে বৈষয়িক হওয়া এবং পূর্ব ব্যবহার যা সংস্কৃতিরই দান, তা থেকে পুরোপুরি মুক্ত মানুষ হতে পারে না।

(৩) সমালোচনামূলক বিশ্লেষক সমাজে অর্থনৈতিক সংগঠনের গুরুত্বের ওপর জোড় দেন, বিশেষত শ্রেণি-নির্ভর কাজের স্বরূপ, সম্পত্তি তথা লাভ এবং এর সংস্কৃতি, ব্যক্তি এবং রাজনীতির ওপর।

(৪) কট্টরপন্থী মার্কসবাদী থেকে ভিন্ন আলোচনামূলক তত্ত্বকার শুদ্ধ অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদকে অস্বীকার করেন এবং সংস্কৃতি ও চিন্তাধারাকে সমাজে স্বাধীন ভূমিকা প্রদান করেন।

(৫) আলোচনামূলক তত্ত্ব মানসিক কাঠামোর অভ্যন্তরীণ গতিবিধি অধ্যয়নকে ও সামাজিক প্রস্তাবকে নিজের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সম্মিলিত করে।

(৬)সমালোচনামূলক তত্ত্ব সমাজের যৌক্তিক কাঠামোর ওপর জোড় দেয় এবং বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থাকে হেগেলবাদী মানবতা এবং যুক্তির শব্দাবলিতে আঁকবার চেষ্টা করেন।

(৭) সমালোচনামূলক তত্ত্ব জনসংস্কৃতির সমীক্ষা, বিচ্ছিন্নতা, পরিণাম এবং ব্যক্তিত্ব এবং সামাজিক কাঠামোর মধ্যে অন্তঃক্রিয়ার ওপর যথেষ্ট মাত্রায় মনসংযোগ করেছে।

Scanned with CamScanner

২। হরোবিজ এবং আমূল পরিবর্তনবাদী সমাজবিদ্যা (Horowitz and Radical Sociology)

বর্তমানে বহু নবীন সমাজবিদ সংঘর্ষ দৃষ্টিভঙ্গি যাকে 'নবীন সমাজতত্ত্ব' (The New Sociology) বলেন, তার সাথে নিজেদের যুক্ত করেছেন। এই সময় হরেবিজ লুইস হরোবীজ নবীন সমাজতত্ত্ব বা আমূল পরিবর্তনবাদী সমাজতত্ত্বের প্রধান প্রণেতারূপে সামনে আসেন। হরোবিজ মনে করতেন যে, শাস্ত্রীয় আমেরিকান উদারবাদ (Classical American Liberabism)-এর স্থানে নবীন আমূল পরিবর্তনবাদ (New Radicalism) চলে এসেছে, যা বর্তমানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পরিবর্তে সারা পৃথিবী/বিশ্বের ভবিষ্যতের সাথে যুক্ত। হরোবিজের আমূল পরিবর্তন বলশালীর বিরুদ্ধে দুর্বলকে, শোষিতকে শোষকের বিরুদ্ধে এবং শ্রেণি অধিকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের অধিকারের সমর্থন করেন। হরোবিজের মতানুসারে, আমূল পরিবর্তনবাদী হওয়ার অর্থ নিজের স্বার্থ পরিত্যাগ করা, কালো মানুষদের জন্য শ্বেত মানুষদের লড়াই, কোনও আরবির দ্বারা কোনও ইহুদি মানুষকে রক্ষা করা, বা এক ভূস্বামী দ্বারা ভূমিসংস্কারকে সমর্থন করা, আমূল পরিবর্তনবাদীদের ব্যবহার। এখানে এটি স্পষ্ট করতে হবে, নিজের স্বার্থের রক্ষা করা। যেমন শোষিত দ্বারা শোষকের বিরুদ্ধে লড়াই হল সাধারণ ব্যবহার, আমূল পরিবর্তনবাদী ব্যবহার নয়। হরোবিজ অনুসারে আমূল পরিবর্তনবাদ প্রধানত একটি ব্যক্তি বিশেষত্ব সাধারণত আমূল পরিবর্তনবাদী সামাজিক কাঠামোকে নেতিবাচক দিক, যেমন দারিদ্র্যতা, প্রগতিবাদ, শক্তিহীনতা এবং সৈনিক উদ্যোগমূলক সংগঠনের ওপর চিন্তাভাবনা কেন্দ্রীভূত করে, আমূল পরিবর্তনবাদী সমাজতত্ত্ব একে ব্যবস্থা বা প্রক্রিয়ার দুর্বলতা বলে মনে করেন। এখানে সামাজিক সমস্যাসমূহের জন্য ব্যক্তিকে দায়ী বলে মনে করা হয় এবং ব্যবস্থাকে পুরোপুরি বদলে দেওয়ার ওপরে জোড় দেওয়া হয়। আমূল পরিবর্তনবাদী সমাজতত্ত্বের মহান সমর্থকরূপে এগিয়ে আসে এবং 'ভালো সমাজ' নির্মাণে আত্মনিয়োজিত করে। সংশোধনকারক ও সমালোচক হিসাবে তিনি তৎকালীন সমাজের সমস্যাগুলি বোঝবার জন্য যথেষ্ট সাহায্য করেন। কিন্তু সমাজতত্ত্বে সংঘর্ষ তত্ত্বের বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান খুবই সীমিত। আমূল পরিবর্তনবাদী সমাজবিদ যিনি দারিদ্র্যতা, পক্ষপাতিত্ব এবং সামাজিক মন্দা দ্বারা বেশ প্রভাবিত এবং নবীন চিন্তাধারা দ্বারা প্রেরিত ছিলেন, অনুভব করেন যে সমাজ বিজ্ঞানকে প্রাসঙ্গিক (Relevent) হওয়া চাই। তিনি মনে করতেন যে আমূল পরিবর্তনকারী সমাজবিদগণ সামাজিক পরিবর্তনের এক মাধ্যমরূপে সংঘাত তত্ত্বের কাজে লাগিয়ে নেন এবং তিনি নিজেকে সামাজিক নীতি সম্পর্কিত মামলায় সক্রিয়রূপে কাজে লাগায়।

৩। র‍্যান্ডাল কলিন্স এবং বিশ্লেষণমূলক সংঘর্ষ তত্ত্ব (Randall Collins and the Analytic conflict Theory)

আমেরিকান সমাজবিদ আর. কলিন্স তাঁর 'কনফ্লিক্ট সোশিওলজি : টুওয়ার্ড এন এক্সপ্ল্যানেটরি সায়েন্স (Conflict Sociology Toward an Explanatory Science)-এ সংঘাত তত্ত্ব সম্বন্ধে নিজের চিন্তাভাবনা প্রকাশ করেন।

র‍্যান্ডাল কলিন্স আধুনিক জটিল সংগঠন এবং অন্য সামাজিক ব্যবস্থা যেমন রাজ্য এবং সামাজিক স্তরীকরণ প্রভৃতি সংঘর্ষ দৃষ্টিভঙ্গির কাজে লাগিয়ে গহণ বিশ্লেষণ করেছেন। সংঘর্ষ কলিন্সের তত্ত্ব পরম্পরাগতভাবে দ্বন্দ্বমূলক সংঘর্ষ তত্ত্ব নয়। তিনি এরকম কোনও সর্বজনগ্রাহ্য তত্ত্বও প্রস্তুত করেননি যা সমাজের ওপর প্রয়োগ সম্ভব। তিনি বিস্তৃতভাবে সমাজের ঘটনাকে বিশ্লেষণ করেছেন। কলিন্স সম্পূর্ণ সংঘর্ষ তত্ত্বের প্রবর্তকদের কোন একজনকে আশ্রয় করে বেড়ে ওঠেন নি। তিনি মার্কস, ম্যাক্স ওয়েবার এবং দুর্খাইম এবং তার সাথেই মীড, ম্যাক্সম্যান প্রভৃতি থেকেও অনেক কিছু গ্রহণ করেছেন। তিনি সাঙ্কেতিক অন্তঃক্রিয়াবাদ এবং লোকবিধি বিজ্ঞান (Ethnomethodology)-র দৃষ্টিকোণকে সামাজিক সংঘর্ষকে একীকৃত তত্ত্বকে বিকশিত করবার প্রচেষ্টা সম্মিলিত করেছেন।

কলিন্স অনুসারে, মানুষের মধ্যে সামাজিকতার গুণটি পাওয়া যায় কিন্তু তারা সংঘর্ষ প্রবৃত্ত প্রাণী ; সংঘর্ষের প্রধান উৎস হিংসামূলক বলপ্রয়োগ। প্রত্যেক সমাজে ইপ্সিত বস্তু যেমন—সম্পত্তি, শক্তি, প্রতিষ্ঠা এবং অন্য মূল্যবান বস্তুর বিষম বণ্টন পাওয়া যায়, অসাম্যের এই ব্যবস্থা সমাজকে শ্রেণি সংস্থায় ভাগ করে দেয় অর্থাৎ মানুষের আলাদা আলাদা স্তর তৈরি হয়ে যায়। যাদের মধ্যে কেউ কেউ বেশি তো কেউ কম উপায় বা সুযোগ সুবিধা লাভ করে। প্রত্যেক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কাজে নিজের শক্তির উৎস থাকে। যার কাছে যত বেশি উপায় বা সত্র (Resources) থাকে,

Scanned with CamScanner

সে তত বেশি শক্তিশালী হয়ে যায়। এইভাবে সেখানে ডারেনডর্ফ ক্ষমতাও শক্তিকে সামাজিক সম্পর্কের উৎস মনে করেন। তেমন কলিন্স উৎসকে শক্তির ভিত্তি বলে মনে করেন। এই উৎস সামাজিক, আর্থিক বা রাজনৈতিক-ও হতে পারে। ইপ্সিত বস্তু অধিক মাত্রা পাওয়ার জন্য সংঘ বা সামাজিক স্তরগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। প্রত্যেক শক্তি তার পরিস্থিতিকে তার নিজের ও তার প্রতিদ্বন্দ্বিদের থেকে প্রাপ্ত উপায় বা সুযোগ-সুবিধা অনুসারে উঁচু করবার চেষ্টা করেন।

এটা পরিষ্কার যে ধন, শক্তি ও প্রতিষ্ঠা এবং অন্য বস্তুসমূহের অসম বণ্টনের জন্য সংঘর্ষ দুই গোষ্ঠীর মত লিপ্ত হয়। যার বেশি দ্রব্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ আছে তা তাদের পরিস্থিতি বা অবস্থাকে শক্ত হাতে দূর করবার চেষ্টা করে, নিজের স্বার্থ রক্ষা করে এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিশেষত বলপ্রয়োগের মাধ্যমে কাঠামোমূলক ব্যবস্থার ওপর প্রভুত্ব স্থাপন করতে চান। কিন্তু মানুষ এটা মোটেই পছন্দ করে না যে অন্য ব্যক্তিরা তাকে আদেশ দেবে এবং ফলে তারা এর বিরোধিতা করে কলিন্স সারাংশরূপে বলেছেন যে, সংঘর্ষ দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক চিন্তাভাবনা যে প্রত্যেক সত্তা ও তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রাপ্ত সুযোগের অনুরূপ নিজের স্বার্থের পূরনে জন্য সর্বোত্তম পথকে বরণ করে নেন। আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক সামাজিক কাঠামো পরিচিত মানুষদের কিছু পদ্ধতিতে মিলিত হওয়ার বা যোগাযোগ করবার বেশি সাধারণভাবে কিছুই অধিক নয়।

৪। কোজার এবং দ্বান্দ্বিক ক্রিয়াবাদ (Coser and Conflict Functionalism)

কোজার সামাজিক সংঘাতে ইতিবাচক প্রভাবের ওপর বিস্তারিত চর্চা করেছেন যার সম্পর্কে এই অধ্যায়ে পূর্বেই বলা হয়েছে। তিনি তাঁর *"The Functions of Social Conflict"*-তে দ্বন্দ্বের গভীরতা এবং প্রভাবের সাথে সম্পর্কিত কিছু প্রতিস্থাপন দিয়েছেন।

(১) অভ্যন্তরীণ সামাজিক সংঘাত যা লক্ষ্য, মূল্যবোধ এবং স্বার্থের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং যা ওই মৌলিক ভিত্তির বিরুদ্ধে নয়, যার মধ্যে সম্পর্ক তৈরি হয়েছে, সামাজিক কাঠামোর জন্য ইতিবাচকরূপে কার্যকরী।

(২) অভ্যন্তরীণ সংঘাত যেখানে সংঘর্ষরত পক্ষ এখন এই মৌলিক মূল্যবোধ অধিক অংশীদার নয় এবং যাদের ওপর সামাজিক ব্যবস্থার বৈধতা দাঁড়িয়ে আছে, কাঠামোকে বিশৃঙ্খল করবার জন্য একটি চ্যালেঞ্জ।

(৩) গোষ্ঠীর সদস্যের মধ্যে নৈকট্য যত থাকবে, সংঘাত ততই তীব্র হবে। যেখানে সদস্য তার সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের সাথে সম্মিলিত হয়ে থাকে, এবং সংঘাত দমন করা যায়, সংঘাত যদি কখনও জেগে ওঠে, মূল গোষ্ঠীরই ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(৪) দুই গোষ্ঠীর মধ্যে যারা এমন মানুষ দ্বারা নির্মিত, যারা কেবলমাত্র খণ্ডরূপেই সম্মিলিত হয়, সংঘর্ষের বিঘটন হওয়ার সম্ভাবনাই কম। এমন গোষ্ঠীতে সংঘর্ষের আধিক্যের সম্ভাবনা থাকে।

(৫) সামাজিক সংগঠনে অনেক সংঘাত অ্যাচড়া-অ্যাচড়া ভাবে হয়ে থাকে। এবং তারা এইভাবে কোনও ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা চিড়। এইভাবে সংঘাতের আধিক্য খণ্ডমূলক সহযোগী কাঠামোর ভেতর ভারসাম্যরক্ষাকারী ব্যবস্থা তৈরি করে।

(৬) দুর্বল কাঠামো গোষ্ঠী এবং উন্মুক্ত বা বন্ধ সমাজে, সংঘাত যা প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে চাপ হ্রাস করবার উদ্দেশ্যে সম্পর্ককে স্থির এবং একত্রীভূত করবার জন্য সম্ভাবনা সৃষ্টি করেন।

(৭) সামাজিক ব্যবস্থা বিভিন্ন অংশের এবং সংঘাতকে সহ্য করে বা সংস্থাগত করে। সমাজ অসন্তোষ এবং বিশ্লেষণকে দূর করবার হেতু যন্ত্র রচনা করে, কিন্তু ওই সম্পর্ককে অক্ষত রাখতে গিয়ে সেখানে শত্রুতার জন্ম হয়, এমন ব্যবস্থা (সৃষ্টিযন্ত্র) প্রায় 'Safety Valve' সংস্থার মাধ্যমে কাজ করে। এই সংস্থা এমন বিকল্প প্রস্তুত করে যেখানে শত্রুতাপূর্ণ উদ্বেগ স্থানান্তরিত করে দেওয়া হয়।

Scanned with CamScanner

(৮) সামাজিক কাঠামোর দৃঢ়তার (কঠোরতা)-র সাথে সুরক্ষার উপায় (Safety-Valve) সংস্থার প্রয়োজনীয়তা বেড়ে যায়। অর্থাৎ ওই মাত্রায় যেখানে বৈষম্যপূর্ণ জমিদার প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তিকে অস্বীকার করে।

৫। ক্যাপেলো এবং আনুষ্ঠানিক সংঘাত তত্ত্ব (Caplaw and The Formal Conflict)

কিছু সমাজবিদ সংঘাত দৃষ্টিকোণকে সম্মিলিত তত্ত্ব এবং খেলা তত্ত্ব (Game Theory)- তে সামিল করেছেন। থিয়োডোর ক্যাপলো সিমেলের ত্রয়ী প্রবৃত্তি (Triad) তত্ত্বকে এদের বিরুদ্ধে দুটোর সম্মিলনকে নির্মাণ হেতু বিস্তৃত করে দেন এবং ত্রয়ীর (Triad) আটটি সম্ভাব্য প্রকারের সম্পর্কে পরিচয় দেন, ক্যাপলো বৈপ্লবিক সম্মেলন এবং—মধ্যে পার্থক্যকে স্পষ্ট করেছেন। প্রথম জন দুর্বলের শক্তিশালীদের বিরুদ্ধে সাহায্য (সন্ধি) এবং এর পরবর্তীটি তৎকালীন অবস্থাকে বজায় রাখবার জন্য শক্তিশালী গোষ্ঠীর জোটবন্ধন। কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন বৈপ্লবিক আন্দোলনের এবং শক্তিশালী অভিজাতরা প্রতিনিধিত্ব করে। খেলা তত্ত্ব যা কখনও কখনও সংঘর্ষের বিজ্ঞান নামে পরিচিত, তিনি নিজের মূল্য বাড়াবার জন্য প্রতিযোগিতামূলক সংঘর্ষের আনুষ্ঠানিক গোষ্ঠী গঠন করেন। খেলা তত্ত্বে বিভিন্ন গোষ্ঠী তাদের স্বার্থ বুদ্ধি এবং অন্যের ওপর জয়লাভের জন্য একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পরে। এমন সংঘর্ষের সাধারণত পরিণাম এই হয় যে পুরস্কারের বিভিন্ন পক্ষ অসমান বণ্টন হয়ে যায়। এতে বিজয়ী ব্যক্তির প্রভুর পরাজিত ব্যক্তি স্বীকার করে নেয়।

দ্বন্দ্বমূলক সমাজতত্ত্ব সামাজিক সংঘাতের সুশৃঙ্খলিত অধ্যয়ন। সেখানে বিরোধী শক্তি যাদের একে অপরের থেকে ভিন্ন সংঘর্ষপূর্ণ স্বার্থ আছে, ধারণার সম্মিলন ঘটেছে। দ্বন্দ্বমূলক মডেল প্রতিপক্ষের (বিরোধী) দ্বিবিভাজন দ্বারা শুরু হয়। যেমন ব্যক্তি ও সমাজ স্বামী এবং সেবক, গরিব ও ধনী, অভিজাত ও সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘু প্রভৃতি, ড্যারেনডর্ফের ধারণা একটি দ্বন্দ্বমূলক মডেল কারণ, তিনি সকল সামাজিক সংগঠনকে দ্বি-দ্বি-বিভাজনে সংঘর্ষকে অন্তর্নিহিতরূপে পেয়েছেন। এর কারণ হল সামাজিক সংগঠনে ভূমিকাসমূহে প্রতিযোগিতাপূর্ণ শ্রেণি দেখা যায়—একপ্রকার হলেন তারা যাদের কাছে ক্ষমতা আছে এবং অন্যদিকে, সকল ব্যক্তি যারা ক্ষমতার অধীনে আছে। কারণ, সংঘাত ক্ষমতা কাঠামোতে বিরোধী শক্তির কারণে উৎপন্ন একটি অটল প্রক্রিয়া, নতুন আচার (অভিনব পরিবর্তন) এবং বৈপ্লবিক সংঘাত থেকে মুক্তি দেয় না। তারা কেবল নতুন ক্ষমতা কাঠামোকে বিকশিত করে যা সংগঠন বা সমিতির ক্ষমতাধারী এবং অধীনদের দ্বিভাগী বিভাজনকে এক অবিরাম গতি প্রদান করে। এইভাবে দ্বন্দ্বমূলক প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

কার্ল মার্কস এবং **র‍্যাল্ফ ড্যারেনডর্ফ** সামাজিক সংঘাতকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বিকশিত করতে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন, যা সমাজে পরিবর্তনের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা, মতভেদে কাঠামোমূলক উৎপত্তি এবং তারই সাথে সংঘর্ষের বিভিন্ন রূপের আধিক্য এবং তার গভীরতার মাত্রা ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেন। হবস থেকে মস্কা পর্যন্ত এবং মার্কস থেকে সিমেল পর্যন্ত সামাজিক বৈজ্ঞানিকগণ মনে করেন যে সামাজিক সংগঠন ব্যক্তির মতৈক্যের ভিত্তিতে প্রভাবিত হয় না, বরঞ্চ বিরোধী। কিন্তু মানুষের আত্মসম্পর্কিত প্রয়োজনীয়তা এবং পরিকল্পনার ভিত্তিতে এবং বলপ্রয়োগ বা মতৈক্য সামাজিক সম্পর্কের প্রধান স্বরূপ।

সমালোচনামূলক মূল্যায়ন—

সামাজিক সংঘর্ষের বিবিধ রূপকে একটি সাধারণ নিয়ম বা তত্ত্বে ধরে রাখবার অভাব সংঘাত বিশ্লেষণের একটি মৌলিক দুর্বলতা বলে বর্ণনা করা যায়। অধিকাংশ সংঘাত তত্ত্বকারীদের একমাত্র নিয়মের প্রেক্ষিতে সামাজিক বাস্তবতা সম্পর্কে দ্বৈত দৃষ্টিকোণ পাওয়া যায়। যেমন মার্কসের কাছে সম্পত্তি (Property), মিলসের কাছে শক্তি (Power) তথা ড্যারেনডার্ফের কাছে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। এই ধরনের বিশ্লেষণ সামাজিক জীবনে বিভিন্ন প্রকারে সংযত এবং অন্তর্দন্দ্বকে দুটি যুগ্মরূপে একটি জোড়া শ্রেণি ধ্রুবকরূপ প্রকাশ করেছেন। যেমন বুর্জোয়া এবং সর্বহারা, অভিজাত

Scanned with CamScanner

এবং জনসাধারণ, শাসক এবং শোষক। কিন্তু বাস্তব এর থেকে ভিন্ন। সামাজিক সংঘর্ষ নিজেকে বিভিন্ন পদ্ধতি এবং কার্যপ্রণালীর মাধ্যমে প্রকাশ করে। অতএব তাকে একটি সাধারণ আকৃতিতে বা দ্বৈত ধারণায় প্রকাশ করা নিঃসন্দেহভাবে অসম্ভব।

সংঘাত তত্ত্বের বিরুদ্ধে আরেকটি সাধারণ সমালোচনা হল এতে অভিজ্ঞতা দ্বারা পরীক্ষণীয় যোগ্য তথ্যের অভাব রয়েছে, যদিও এইপ্রকার তথ্যকে তাত্ত্বিক যোজনাতে সম্মিলিত করা যেতে পারে। অধিকাংশ সংঘাত তত্ত্বকারী কিছু দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রাপ্ত সামগ্রীর ওপর, প্রধানত বিশ্বাস করেছেন ; যেখানে তাদের অভিজ্ঞতা দ্বারা বিচারযোগ্য তথ্যের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। ডায়ুকের অভিযোগ হল সংঘাত তত্ত্বের সমকালীন বক্তব্যের মধ্যে অভিজ্ঞতাসমূহের দৃষ্টান্ত খুব কমই আছে এবং এই দৃষ্টান্তে গঠন পরীক্ষা তো আরও কম আছে। তাঁর মতানুসারে সংঘাত তত্ত্বের ওপর সামগ্রী যথেষ্ট কিন্তু তাকে সংঘর্ষ সম্পর্কিত বৃহৎ তত্ত্বের-প্রতিপাদনে একত্রীভূত করবার প্রয়োজন।

কিন্তু অভাব থাকা সত্ত্বেও সংঘর্ষ তত্ত্ব সমাজবিদ্যার বিশ্লেষণের একটি প্রয়োজনীয় পদ্ধতি। যেখানে গঠনমূলক-কার্যবাদ ভারসাম্যযুক্ত বিমূর্ত সামাজিক ব্যবস্থা দ্বারা সম্পর্কযুক্ত, সেই সংঘাততত্ত্ব সমাজের গতিশীল পক্ষ এবং সংঘর্ষ ও পরিবর্তনের অভিজ্ঞতালব্ধ বাস্তবতার ওপর মনঃসংযোগ করে। বাস্তবে সমাজবিদ্যার এমন কিছু সমস্যা আছে যারজন্য কাঠামোমূলক কার্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি বেশি উপযুক্ত, আর কিছু সমস্যা এমনও আছে যার অর্থপূর্ণ বিশ্লেষণের জন্য সংঘাত তত্ত্বের প্রয়োজন।

Scanned with CamScanner